মুহাম্মাদ (স.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য
এবং
তাঁর সঠিক অনুসরণ বোঝার মাপকাঠি

গবেষণা সিরিজ-২

প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান

FRCS (Glasgow)

চেয়ারম্যান

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

বিভাগীয় প্রধান (অব.), সার্জারি বিভাগ

ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশক
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (৮ম তলা)
১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি
মগবাজার, রমনা, ঢাকা।
ফোন : ০২-৪১০৩১০১৩
E-mail : qrfbd2012@gmail.com
www.qrfbd.org
For Online Order : www.shop.qrfbd.org

যোগাযোগ
QRF Admin- 01944411560, 01755309907
QRF Dawah- 01979464717
Publication- 01972212045
QRF ICT- 01944411559
QRF Sales- 01944411551, 01977301511
QRF Cultural- 01917164081

ISBN Number : 978-984-35-1365-6

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০০৬
অষ্টম সংস্করণ : মার্চ ২০২১
দ্বিতীয় মুদ্রণ : অক্টোবর ২০২২

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য : ৯০ টাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মিডিয়া প্লাস
২৫৭/৮ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন ঢাল, ঢাকা-১২০৫
মোবাইল : ০১৭১৪ ৮১৫১০০, ০১৯৭৯ ৮১৫১০০
ই-মেইল : mediaplus140@gmail.com

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	সারসংক্ষেপ	৫
২	চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ	৬
৩	পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ	১০
৪	আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র/নীতিমালা	২৩
৫	মূল বিষয়	২৫
৬	মুহাম্মাদ (স.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য জানার গুরুত্ব	২৬
৭	মুহাম্মাদ (স.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য	২৮
৭.১	মুহাম্মাদ (স.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে Common sense	২৮
৭.২	মুহাম্মাদ (স.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল কুরআন	২৯
৭.৩	মুহাম্মাদ (স.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সুন্নাহ	৪৪
৭.৪	হিজরাত থেকে ইসলামকে বিজয়ী করার ব্যাপারে শিক্ষা	৪৪
৮	মুহাম্মাদ (স.)-এর 'সঠিক অনুসরণ' বোঝার মাপকাঠি	৪৮
৮.১	প্রতিরোধের ধরনসমূহ	৫৭
৮.২	প্রতিরোধ যাদের কাছ থেকে অবশ্যই আসবে বা আসতে হবে	৫৭
৮.৩	আদম (আ.) ও সুলায়মান (আ.)-এর ওপর প্রতিরোধ এসেছিল কি না	৫৮
৮.৪	রসূল মুহাম্মাদ (স.)-এর 'সঠিক অনুসরণ' বোঝার মাপকাঠি সম্বন্ধে ইসলামের সার্বিক চূড়ান্ত রায়	৫৯
৯	মুহাম্মাদ (স.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের উপযুক্ত জনশক্তি তৈরির পদ্ধতি সম্পর্কে আল-কুরআন	৬০
১০	মুহাম্মাদ (স.)-কে অনুসরণ করামূলক কাজটি কবুল হওয়ার জন্য সার্বিকভাবে যে শর্তসমূহ পূরণ করতে হবে	৬৬
১১	শেষ কথা	৬৮

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে না,
নাকি তাদের মনে তালা লেগে গেছে?

সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪

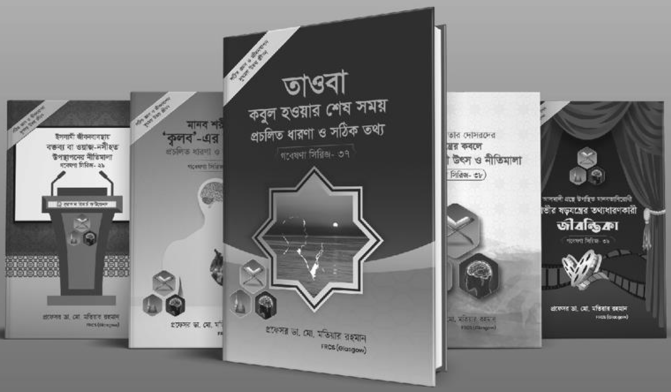

মুসলিম উম্মাহর বর্তমান অধঃপতনের
মূল কারণ ও প্রতিকার জানতে
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত
গবেষণা সিরিজের বইগুলো পড়ুন
এবং অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সারসংক্ষেপ

রসূল মুহাম্মাদ (স.)-কে অনুসরণ করা সকল মুসলিমের জন্য ফরজ। এ কাজে সফল হওয়া না হওয়ার ওপর নির্ভর করে একজন মুসলিমের দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা ও ব্যর্থতা। বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের রসূল (স.)-এর অনুসরণ করার বিষয়টি পর্যালোচনা করলে সহজে বুঝা যায়– মুহাম্মাদ (স.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁকে যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে কি না তা বুঝার মাপকাঠি সম্পর্কে অধিকাংশ মুসলিমের ধারণার সাথে কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর তথ্যের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান।

রসূল মুহাম্মাদ (স.)-সহ সকল নবী-রসুল (আ.) প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য হলো– মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য (কুরআনকে সকল জ্ঞানের নির্ভুল, পরিপূর্ণ উৎস ও মানদণ্ড মেনে নিয়ে জন্মগতভাবে জানা সকল ন্যায় কাজ বাস্তবায়ন ও অন্যায় কাজ প্রতিরোধের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করা) বাস্তবায়ন করে পৃথিবীর মানুষকে দেখিয়ে দেওয়া। এটি করার একমাত্র উপায় হলো ইসলামকে সমাজে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। আর রসূল মুহাম্মাদ (স.)-কে সঠিকভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে কি না তা বোঝার মাপকাঠি হলো– বিভিন্ন মহল থেকে প্রতিরোধ আসা।

মুসলিমদের বর্তমান চরম অধঃপতনের একটি মূল কারণ হলো– রসূল মুহাম্মাদ (স.)-কে সঠিকভাবে অনুসরণ না করা। তাই, পুস্তিকাটিতে মুহাম্মাদ (স.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁকে যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে কি না তা বুঝার মাপকাঠি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পুস্তিকাটি বিষয় দুটি সম্পর্কে যথাযথ তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে বর্তমান অবস্থা থেকে উত্তরণের পথে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে ইনশাআল্লাহ। আমিন! ছুম্মা আমিন!

চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ!

আমি একজন চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে একজন চিকিৎসক কেন এ বিষয়ে কলম ধরলো? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে করছি।

ছোটোবেলা হতেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশ-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি ইসলাম সম্বন্ধে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। ইংল্যান্ড হতে ফিরে এসে আমার মনে হলো জীবিকা অর্জনের জন্য বড়ো বড়ো বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রি নিয়েছি। এখন যদি কুরআন মাজীদ অর্থসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজি ভাষায় রচিত বড়ো বড়ো বই পড়ে বড়ো চিকিৎসক হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবিতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন মাজীদ) পাঠিয়েছিলাম সেটি কি অর্থসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেবো।

এ উপলব্ধি আসার পর আমি কুরআন মাজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে আরম্ভ করি। শিক্ষাজীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে হতে আরবি পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবি বলা ও বোঝার সমস্যাটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মাজীদ পড়তে গিয়ে দেখি ইরাকে যেসব সাধারণ আরবি বলতাম তার অনেক শব্দই কুরআনে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মাজীদ পড়ে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত

থাকতে হতো। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে এক বা একাধিক আয়াত বা যতটুকু পারা যায় বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মাজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি আয়াতও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকটি তাফসীর পড়েছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ শেষ করতে আমার প্রায় ৩ বছর সময় লাগে।

সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ পড়ে তথা ইসলামের সকল মৌলিক ও একটি অমৌলিক (তাহাজ্জুদ সালাত) বিষয় প্রত্যক্ষভাবে জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এজন্য যে, ইসলাম সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য আর বর্তমান মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান (ইসলামের অন্য অমৌলিক বিষয়ের কথা রসূল স.-কে অনুসরণ করতে বলার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে)। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে দেয়। সর্বোপরি, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত আমাকে কলম ধরতে বাধ্য করলো–

اِنَّ الَّذِیْنَ یَكْتُمُوْنَ مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَ یَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِیْلًا ۙ اُولٰٓئِكَ مَا یَاْكُلُوْنَ فِیْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا یُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ وَلَا یُزَكِّیْهِمْ ۖۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ

নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, যারা তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (লাভ করে) তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরে না, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না (তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করবেন না), আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৭৪)

ব্যাখ্যা : কোনো জিনিসের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ জিনিসের বিনিময়ে কিছু পাওয়া। ক্ষতি এড়ানোর অর্থও কিছু পাওয়া। ছোটো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ অল্প কিছু পাওয়া। আর বড়ো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ বড়ো কিছু পাওয়া। আবার ক্ষতি এড়ানো একটি ওজর (বাধ্যবাধকতা)। তাই আল্লাহ এখানে বলেছেন– তিনি কুরআনে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, ছোটো ক্ষতি (ওজর) এড়ানোর জন্য যারা জানা সত্ত্বেও সেগুলো প্রচার করে না বা মানুষকে জানায় না, তারা যেন তাদের পেট আগুন দিয়ে পূর্ণ করলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ঐ দিন এটি তাদের জন্য সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। আর তাদেরকে পবিত্র করা হবে না। অর্থাৎ তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের

ছোটোখাটো গুনাহ মাফ করে দেবেন। কিন্তু যারা কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জানা সত্ত্বেও তা গোপন করবে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্য কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে তা হতে বাঁচার জন্য আমি একজন চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কীভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় এ আয়াতটি আমার মনে পড়লো–

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেন কোনো সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মুমিনদের জন্য এটা উপদেশ।

(সুরা আ'রাফ/৭ : ২)

ব্যাখ্যা : কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের মনে দু'টি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে–

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বোঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন-ভাতা, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। বর্তমান সমাজে এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থা, বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে এড়ানোর (Overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা বা না বলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দু'টি সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে রসূল (স.)-এর মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন– মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনোই কুরআনের বক্তব্যকে লুকিয়ে ফেলবে না বা বলা বন্ধ করবে না অথবা ঘুরিয়ে বলবে না।

কুরআনের অন্য জায়গায় (সুরা আন-নিসা/৪ : ৮০) মহান আল্লাহ রসূল (স.)-কে বলেছেন– পৃথিবীর সকল মানুষ কখনোই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই, তুমি কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে মানুষের কাছে উপস্থাপন করবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য পুলিশের ভূমিকা পালন করা তোমার দায়িত্ব নয়। কুরআনের এসব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার কথা বা লেখায় কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করবো।

আল কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইলো না। তাই আবার হাদীস পড়তে আরম্ভ করি। হাদীস, বিশেষ করে মিশকাত শরীফ (কুতুবে সিত্তার অধিকাংশ হাদীসসহ আরও অনেক হাদীস ধারণকারী গ্রন্থ) বিস্তারিত পড়ার পর ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আমি লেখা আরম্ভ করি। আর বই লেখা আরম্ভ করি ১০.০৪.১৯৯৬ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দুয়া করি তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রসূল (আ.) ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ– আমার লেখায় যদি কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমতকে কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন- এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দুয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস হলো তিনটি- কুরআন, সুন্নাহ (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) এবং Common sense। কুরআন হলো আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান। সুন্নাহ হলো আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে এটি মূল জ্ঞান নয়, বরং কুরআনের ব্যাখ্যা। আর Common sense হলো আল্লাহ প্রদত্ত অপ্রমাণিত বা সাধারণ জ্ঞান। কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে এ তিনটি উৎসের যথাযথ ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুস্তিকাটির জন্য এই তিনটি উৎস হতে তথ্য নেওয়া হয়েছে। তাই চলুন প্রথমে উৎস তিনটি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা জেনে নেওয়া যাক।

ক. আল কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)

কোনো কিছু পরিচালনার বিষয়সমূহের নির্ভুল উৎস হলো সেটি, যা তার সৃষ্টিকারক বা প্রস্তুতকারক লিখে দিয়েছেন। লক্ষ করে থাকবেন, আজকাল ইঞ্জিনিয়াররা কোনো জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সঙ্গে ঐ যন্ত্রটা পরিচালনার বিষয় সম্বলিত একটা বই বা ম্যানুয়াল পাঠান। ঐ ম্যানুয়ালে থাকে যন্ত্রটা চালানোর সকল মূল বা মৌলিক বিষয়। ইঞ্জিনিয়াররা ঐ কাজটা এ জন্য করেন যে, ভোক্তারা যেন ঐ যন্ত্রটা চালানোর মূল বিষয়ে কোনো ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই জ্ঞানটি ইঞ্জিনিয়াররা মূলত পেয়েছেন মহান আল্লাহর পক্ষ হতে। তিনিই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার বিষয়াবলি সম্বলিত ম্যানুয়াল (আসমানী কিতাব) সঙ্গে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ঐ আসমানী কিতাবে আছে তাদের জীবন পরিচালনার সকল মৌলিক বিষয়। এটা আল্লাহ তা'য়ালা এজন্য করেছেন যে, মানুষ যেন তাদের জীবন পরিচালনার মৌলিক বিষয়গুলোতে কোনো প্রকার ভুল করে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। আল্লাহর ঐ কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে আল কুরআন। তাই, আল কুরআনে মানব জীবনের সকল মৌলিক ও একটি অমৌলিক (তাহাজ্জুদ সালাত) বিষয় প্রত্যক্ষভাবে (সরাসরি) উল্লিখিত আছে। তাহাজ্জুদ সালাত রসুল (স.)-এর জন্য নফল তথা অতিরিক্ত ফরজ ছিল। ইসলামের অন্য সকল অমৌলিক বিষয়ের কথা রসূল (স.)-কে অনুসরণ করতে বলা কথার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে।

মহান আল্লাহর এটা নির্ধারণ করা ছিল যে, তিনি মুহাম্মদ (স.)-এর পরে আর কোনো নবী-রসূল দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই, তাঁর মাধ্যমে পাঠানো আল কুরআনের তথ্যগুলো যাতে রসূল (স.) দুনিয়া হতে চলে যাওয়ার পরও সময়ের বিবর্তনে মানুষ ভুলে না যায় বা তাতে কোনো কমবেশি না হয়ে যায়, সেজন্য কুরআনের আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখে ও মুখস্থের মাধ্যমে সংরক্ষণ করে রাখার ব্যবস্থা তিনি রসূল (স.)-এর মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ নয়, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন মাজীদ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে।

যেসব বিষয়ে কুরআনে একাধিক আয়াত আছে সেসব বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসার নিয়ম হলো– সবক'টি আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত (Final) সিদ্ধান্তে আসা। কারণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে কোনো বিষয়ের একটা দিক এক আয়াতে এবং আরেকটা দিক অন্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা একটি আয়াতে বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে এবং অন্য আয়াতে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ জন্যই কুরআন নিজে[১] এবং জগদ্বিখ্যাত বিভিন্ন মুসলিম মনীষী বলেছেন– 'কুরআন তাফসীরের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে– কুরআনের তাফসীর কুরআন দিয়ে করা।'[২]

তবে এ পর্যালোচনার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে একটি আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যা যেন অন্য আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হয়, বিরোধী না হয়। কারণ, সুরা নিসার ৮২ নম্বর আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন– কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো কথা নেই। বর্তমান পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে কুরআনে বিভিন্ন তথ্য আছে। আল কুরআনের সেই তথ্যগুলোকে পুস্তিকার তথ্যের মূল উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

খ. সুন্নাহ/সনদ ও মতন সহীহ হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)

সুন্নাহ হলো কুরআনের বক্তব্যের বাস্তব রূপ বা ব্যাখ্যা। আর এ ব্যাখ্যা করেছেন আল্লাহর নিয়োগপ্রাপ্ত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী রসূল মুহাম্মাদ (স.) তাঁর কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যমে। রসূল (স.) নবুওয়াতী দায়িত্ব পালন

---

১. সুরা আয-যুমার/৩৯ : ২৩, সুরা হুদ/১১ : ১, সুরা ফুসসিলাত/৪১ : ৩

২. ড. হুসাইন আয-যাহাভী, *আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন*, (আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ), খ. ৪, পৃ. ৪৬

করার সময় আল্লাহ তা'য়ালার অনুমতি ছাড়া কোনো কথা, কাজ বা অনুমোদন দিতেন না। তাই সুন্নাহও প্রমাণিত জ্ঞান। কুরআন দিয়ে যদি কোনো বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে না আসা যায়, তবে সুন্নাহর সাহায্য নিতে হবে। ব্যাখ্যা মূল বক্তব্যের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হয়, কখনও বিরোধী হয় না। তাই সুন্নাহ কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে, কখনও কুরআনের বিরোধী হবে না। এ কথাটি আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে–

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ۝ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۝ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۝

فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ .

আর সে যদি আমার বিষয়ে কোনো কথা বানিয়ে বলতো। অবশ্যই আমরা তাকে ডান হাতে (শক্ত করে) ধরে ফেলতাম। অতঃপর অবশ্যই আমরা তার জীবন-ধমনী কেটে দিতাম। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউই নেই যে তা হতে আমাকে বিরত রাখতে পারতে।

(সুরা আল-হাক্কাহ/৬৯ : ৪৪-৪৭)

একটি বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ব্যাখ্যাকারীকে কোনো কোনো সময় এমন কথা বলতে হয় যা মূল বিষয়ের অতিরিক্ত। তবে কখনও তা মূল বিষয়ের বিরোধী হবে না। তাই কুরআনের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রসূল (স.) এমন কিছু বিষয় বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন দিয়েছেন যা কুরআনে নেই। এগুলো হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের অমৌলিক বা আনুষঙ্গিক বিষয়।

হাদীস হতেও কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে ঐ বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। আর এ পর্যালোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে শক্তিশালী হাদীস বিপরীত বক্তব্য সম্বলিত দুর্বল হাদীস রহিত (Cancel) করে দেয়। হাদীসকে পুস্তিকার তথ্যের দ্বিতীয় প্রধান উৎস হিসেবে ধরা হয়েছে।

গ. Common sense/আকল/বিবেক (মালিকের নিয়োগকৃত দারোয়ানের বক্তব্য)

কুরআন ও সুন্নাহ আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস তথ্যটি প্রায় সকল মুসলিম জানে ও মানে। কিন্তু Common sense যে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের একটি উৎস এ তথ্যটি বর্তমান মুসলিম উম্মাহ একেবারে হারিয়ে ফেলেছে। Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব, উৎকর্ষিত ও অবদমিত হওয়ার পদ্ধতি, ব্যবহার না করার গুনাহ, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের Common sense-এর মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **'Common sense এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন'** (গবেষণা সিরিজ-৬) নামক পুস্তিকাটিতে।

বিষয়টি পৃথিবীর সকল মানুষ বিশেষ করে মুসলিমদের গভীরভাবে জানা দরকার। তবে Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব ইত্যাদি সম্পর্কিত কিছু তথ্য যুক্তি, কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে নিম্নে তুলে ধরা হলো–

যুক্তি

মানব শরীরের ভেতরে উপকারী (সঠিক) জিনিস প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ক্ষতিকর জিনিস (রোগ-জীবাণু) অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ করার জন্য রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা (Immunological System) নামের এক মহাকল্যাণকর ব্যবস্থা (দারোয়ান) সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা জন্মগতভাবে দিয়েছেন। এ দারোয়ান কোন জিনিসটি শরীরের জন্য ক্ষতিকর এবং কোনটি ক্ষতিকর নয় তা বুঝতে পারে। যে জিনিসটি ক্ষতিকর নয় সেটিকে সে শরীরে প্রবেশ করতে দেয়। আর যেটি ক্ষতিকর সেটিকে শরীরে প্রবেশ করতে দেয় না বা প্রবেশ করলে তা ধ্বংস করে ফেলে। এটি না থাকলে মানুষকে সর্বক্ষণ রোগী হয়ে হাসপাতালের বিছানায় থাকতে হতো। এ দারোয়ানকে আল্লাহ তা'য়ালা দিয়েছেন রোগ মুক্ত রেখে মানব জীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে।

মানব জীবনকে শান্তিময় করার জন্য জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশে বাধা দেওয়ার জন্য একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান থাকাও খুব দরকার। কারণ, তা না থাকলে মানুষের জ্ঞানের মধ্যে সহজে ভুল তথ্য প্রবেশ করবে এবং মানুষের জীবন অশান্তিময় হবে।

মহান আল্লাহ মানব জীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে শরীরের ভেতরে দারোয়ানের মতো কাজ করার জন্য মহাকল্যাণকর এক ব্যবস্থা সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়েছেন। তাই, যুক্তির ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার লক্ষ্যে দারোয়ানের মতো কাজ করার জন্য জন্মগতভাবে একটি ব্যবস্থা (উৎস) সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালার দেওয়ার কথা। কারণ তা না হলে মানব জীবন শান্তিময় হবে না।

মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেওয়া সেই মহাকল্যাণকর দারোয়ান হলো عَقْلٌ/বোধশক্তি/Common sense/বিবেক বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান। অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা যে সকল ব্যক্তি কোনোভাবে ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারেনি, Common sense-এর জ্ঞানের ভিত্তিতে পরকালে তাদের বিচার করা হবে।

আল কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)

তথ্য-১

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الۡاَسۡمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمۡ عَلَى الۡمَلٰٓـئِكَةِ فَقَالَ اَنۡۢبِـُٔوۡنِىۡ بِاَسۡمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنۡ كُنۡتُمۡ صٰدِقِيۡنَ.

অতঃপর তিনি আদমকে 'সকল ইসম' শেখালেন, তারপর সেগুলো ফেরেশতাদের কাছে উপস্থাপন করলেন, অতঃপর বললেন– তোমরা আমাকে এ ইসমগুলো সম্পর্কে বলো, যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৩১)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি হতে জানা যায়– আল্লাহ তা'য়ালা আদম (আ.) তথা মানবজাতিকে রুহের জগতে ক্লাস নিয়ে 'সকল ইসম' শিখিয়েছিলেন। অতঃপর ফেরেশতাদের ক্লাসে সেগুলো সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

প্রশ্ন হলো– আল্লাহ তা'য়ালা রুহের জগতে ক্লাস নিয়ে মানুষকে 'সকল ইসম' শেখানোর মাধ্যমে কী শিখিয়েছিলেন? যদি ধরা হয়– সকল কিছুর নাম শিখিয়েছিলেন, তাহলে প্রশ্ন আসে– মহান আল্লাহর শাহী দরবারে ক্লাস নিয়ে মানব জাতিকে বেগুন, কচু, আলু, টমেটো, গরু, গাধা, ছাগল, ভেড়া, রহিম, করিম ইত্যাদি নাম শেখানো আল্লাহর মর্যাদার সাথে মানায় কি না এবং তাতে মানুষের কী লাভ?

প্রকৃত বিষয় হলো- আরবি ভাষায় 'ইসম' বলতে নাম (Noun) ও গুণ (Adjective/সিফাত) উভয়টিকে বোঝায়। তাই, মহান আল্লাহ শাহী দরবারে ক্লাস নিয়ে আদম তথা মানব জাতিকে নামবাচক ইসম নয়, সকল গুণবাচক ইসম শিখেয়েছিলেন। ঐ গুণবাচক ইসমগুলো হলো– সত্য বলা ভালো, মিথ্যা বলা পাপ, মানুষের উপকার করা ভালো, চুরি করা অপরাধ, ঘুষ খাওয়া পাপ, মানুষকে কথা বা কাজে কষ্ট দেওয়া অন্যায়, দান করা ভালো, ওজনে কম দেওয়া অপরাধ ইত্যাদি।[৩] পর্যালোচনা করলে দেখা যায়– এগুলো হলো মানবজীবনের ন্যায়-অন্যায়, সাধারণ নৈতিকতা বা মানবাধিকারমূলক বিষয়। অন্যদিকে এগুলো হলো সে বিষয় যা মানুষ Common sense দিয়ে বুঝতে পারে। আর আল্লাহ তা'য়ালা এর পূর্বে সকল মানব রুহের কাছ হতে সরাসরি তাঁর একত্ববাদের স্বীকারোক্তি নিয়েছিলেন।

---

৩. বিস্তারিত : মুহাম্মাদ সাইয়েদ তানত্বাভী, *আত-তাফসীরুল ওয়াসীত*, পৃ. ৫৬; আছ-ছা'লাবী, *আল-জাওয়াহিরুল হাসসান ফী তাফসীরিল কুর'আন*, খ. ১, পৃ. ১৮

তাই, আয়াতটির শিক্ষা হলো- আল্লাহ তা'য়ালা রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে মানুষকে বেশ কিছু জ্ঞান শিখিয়ে দিয়েছেন তথা জ্ঞানের একটি উৎস দিয়েছেন। জ্ঞানের ঐ উৎসটি হলো- عَقْلٌ, বোধশক্তি, Common sense বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।[৪]

তথ্য-২

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

(কুরআনের মাধ্যমে) শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে এমন বিষয় যা সে পূর্বে জানেনি/জানতো না। (সুরা আল-আলাক/৯৬ : ৫)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি হলো কুরআনের প্রথম নাযিল হওয়া পাঁচটি আয়াতের শেষটি। এখানে বলা হয়েছে– কুরআনের মাধ্যমে মানুষকে এমন জ্ঞান শেখানো হয়েছে যা মানুষ আগে জানেনি বা জানতো না। সুন্নাহ হলো আল্লাহর নিয়োগকৃত ব্যক্তি কর্তৃক করা কুরআনের ব্যাখ্যা। তাই, আয়াতটির ভিত্তিতে বলা যায়– আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক কুরআন ও সুন্নাহর বাইরে অন্য একটি জ্ঞানের উৎস মানুষকে পূর্বে তথা জন্মগতভাবে দেওয়া আছে। কুরআন ও সুন্নায় এমন কিছু জ্ঞান সন্নিবেশিত করা হয়েছে যা মানুষকে ঐ উৎসটির মাধ্যমে দেওয়া বা জানানো হয়নি। তবে কুরআন ও সুন্নায় ঐ উৎসের জ্ঞানগুলোও কোনো না কোনোভাবে আছে।[৫]

জ্ঞানের ঐ উৎসটি কী তা এ আয়াত হতে সরাসরি জানা যায় না। তবে **১** নম্বর তথ্য হতে আমরা জেনেছি যে, রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে আল্লাহ মানুষকে বেশকিছু জ্ঞান শিখিয়েছেন। তাই ধারণা করা যায় ঐ জ্ঞান বা জ্ঞানের উৎসটিই জন্মগতভাবে মানুষকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর **৩** নম্বর তথ্যের মাধ্যমে এ কথাটি মহান আল্লাহ সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন।

---

৪. كُلَّهَا শব্দের ব্যাখ্যায় আল্লামা তানতাভী রহ. বলেন- আদম আ.-কে এমন জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়েছিলো যা একজন শ্রবণকারীর ব্রেইনে উপস্থিত থাকে, আর তা তার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। (মুহা. সাইয়েদ তানত্বাভী, *আত-তাফসীরুল ওয়াসীত*, পৃ. ৫৬)

এর ব্যাখ্যায় মুফাসসিরদের একদল বলেছেন- আদম আ.-এর কলবে সেই জ্ঞান নিক্ষেপ করা হয়েছিল। (আন-নিশাপুরী, *আল-ওয়াজীজ ফী তাফসীরিল বিতাবিল আজীজ*, পৃ. ১০; জালালুদ্দীন মহল্লী ও জালালুদ্দীন সুয়ূতী, *তাফসীরে জালালাইন*, খ. ১, পৃ. ৩৮)

৫. مَا لَمْ يَعْلَمْ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন- এটি ঐ জ্ঞান যা আদম আ.-কে মহান আল্লাহ শিখিয়েছিলেন; যা সে পূর্বে জানতো না। (*তানবীরুল মাকাবিস মিন তাফসীরি ইবন আব্বাস*, খ. ২, পৃ. ১৪৮; কুরতুবী, *আল-জামিউল লি আহকামিল কুর'আন*, খ. ২০, পৃ. ১১৩)

তথ্য-৩

وَنَفۡسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۙ فَاَلۡهَمَهَا فُجُوۡرَهَا وَتَقۡوٰىهَا ۙ قَدۡ اَفۡلَحَ مَنۡ زَكّٰىهَا ۙ وَقَدۡ خَابَ مَنۡ دَسّٰىهَا .

আর শপথ মানুষের মনের এবং সেই সত্তার যিনি তাকে (মন) সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে (মনকে) 'ইলহাম' করেছেন তার অন্যায় (ভুল) ও ন্যায় (সঠিক) (পার্থক্য করার শক্তি)। যে তাকে (ঐ শক্তিকে) উৎকর্ষিত করলো সে সফলকাম হলো। আর যে তাকে অবদমিত করলো সে ব্যর্থ হলো। (সুরা আশ্-শামস/৯১ : ৭-১০)

ব্যাখ্যা : ৮ নম্বর আয়াতটির মাধ্যমে জানা যায়– মহান আল্লাহ জন্মগতভাবে 'ইলহাম' তথা অতিপ্রাকৃতিক এক ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষের মনে সঠিক ও ভুল পার্থক্য করার একটি শক্তি দিয়েছেন। এ বক্তব্যকে উপরোল্লিখিত ১ নম্বর তথ্যের আয়াতের বক্তব্যের সাথে মিলিয়ে বলা যায় যে, রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে মহান আল্লাহ মানুষকে যে জ্ঞান শিখিয়েছিলেন বা জ্ঞানের যে উৎসটি দিয়েছিলেন তা 'ইলহাম' নামক এক পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষের মনে জন্মগতভাবে দিয়ে দিয়েছেন। মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া ঐ জ্ঞানের শক্তিটিই হলো আকল/Common sense/বিবেক/বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।[৬]

৯ ও ১০ নম্বর আয়াত হতে জানা যায় যে, জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense উৎকর্ষিত ও অবদমিত হতে পারে। তাই, Common sense প্রমাণিত জ্ঞান নয়। এটি অপ্রমাণিত তথা সাধারণ জ্ঞান।

সম্মিলিত শিক্ষা : উল্লিখিত আয়াতসহ আরও অনেক আয়াতের মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে- আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে জন্মগতভাবে জ্ঞানের একটি অপ্রমাণিত বা সাধারণ উৎস দিয়েছেন। জ্ঞানের ঐ উৎসটিই হলো– আকল/Common sense/বিবেক/বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

তথ্য-৪

اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنۡدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الۡبُكۡمُ الَّذِيۡنَ لَا يَعۡقِلُوۡنَ .

---

৬. যা দিয়ে সে ভালো-মন্দ বুঝতে পারে। (বিস্তারিত : শানকীতী, *আন-নুকাত ওয়াল উয়ূন*, খ. ৯, পৃ. ১৮৯)

নিশ্চয় আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম জীব হচ্ছে সেই সব বধির, বোবা যারা Common sense-কে (যথাযথভাবে) কাজে লাগায় না।

(সুরা আল আনফাল/৮ : ২২)

ব্যাখ্যা : Common sense-কে যথাযথভাবে কাজে না লাগানো ব্যক্তিকে নিকৃষ্টতম জীব বলার কারণ হলো– এ ধরনের ব্যক্তি অসংখ্য মানুষ বা একটি জাতিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতে পারে। অন্য কোনো জীব তা পারে না।[৭]

তথ্য-৫

.. .. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ.

... ... আর যারা Common sense-কে কাজে লাগায় না তাদের ওপর তিনি ভুল চাপিয়ে দেন।

(সুরা ইউনুস/১০ : ১০০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে- মানুষ যদি কুরআন ও সুন্নাহর সাথে Common sense-কে আল্লাহর জানিয়ে দেওয়া প্রোগ্রাম বা নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবহার না করে তবে ভুল জ্ঞান অর্জিত হবে।

তথ্য-৬

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْۤ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ .

তারা আরও বলবে- যদি আমরা (সতর্ককারীদের কথা তথা আল্লাহর কিতাব ও নবীদের বক্তব্য) শুনতাম অথবা Common sense-কে ব্যবহার করতাম তাহলে আজ আমাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না।

(সুরা আল মূলক/৬৭ : ১০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে শেষ বিচার দিনে জাহান্নামের অধিবাসীরা অনুশোচনা করে যেসব কথা বলবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলবে– যদি তারা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শুনতো অথবা ইসলাম জানার জন্য Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার করতো, তবে তাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না। আয়াতটি হতে তাই বোঝা যায়, জাহান্নামে যাওয়ার অন্যতম একটি কারণ হবে Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার না করা।

সম্মিলিত শিক্ষা : পূর্বের আয়াত তিনটির ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়- Common sense আল্লাহর দেওয়া অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি জ্ঞানের উৎস।

---

৭. আলূসী, *রূহুল মাআনী*, খ. ৭, পৃ. ৫০।

সুন্নাহ/সনদ ও মতন সহীহ হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم ... ... حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ ... ...
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ .

ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি হাযিব ইবনুল ওয়ালিদ হতে শুনে তাঁর সহীহ গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– এমন কোনো শিশু নেই যে মানব প্রকৃতির (ফিতরাত) ওপর জন্মগ্রহণ করে না। অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইহুদী বা খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে; যেমন– চতুষ্পদ পশু নিখুঁত বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাদের মধ্যে কোনো কানকাটা দেখতে পাও? (বরং মানুষেরাই তার নাক, কান কেটে দিয়ে বা ছিদ্র করে তাকে বিকৃত করে থাকে)।

- ♦ মুসলিম, *আস-সহীহ* (বৈরূত : দারুল যাইল, তা.বি.), হাদীস নং- ৬৯২৬।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির **'প্রতিটি শিশুই মানব প্রকৃতির (ফিতরাত) ওপর জন্মগ্রহণ করে'** কথাটির ব্যাখ্যা হলো– সকল মানব শিশুই সৃষ্টিগতভাবে সঠিক জ্ঞানের শক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এ বক্তব্য হতে তাই জানা যায়– সকল মানব শিশু সঠিক আকল, Common sense, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।

আর হাদীসটির **'অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইহুদী বা খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে'** অংশের ব্যাখ্যা হলো, মা-বাবা তথা পরিবেশ ও শিক্ষা মানব শিশুকে ইহুদী, খ্রিষ্টান, অগ্নিপূজারী বানিয়ে দেয়। তাহলে হাদীসটির এ অংশ হতে জানা যায়– Common sense পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদি দিয়ে পরিবর্তিত হয়। তাই, Common sense সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান; প্রমাণিত জ্ঞান নয়।

হাদীস-২

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ .... قَالَ سَمِعْتُ الْخُشَنِيَّ يَقُولُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَخْبِرْنِي بِمَا يَحِلُّ لِي وَيُحَرَّمُ عَلَيَّ. قَالَ فَصَعَّدَ النَّبِيُّ ﷺ وَصَوَّبَ فِيَّ النَّظَرَ فَقَالَ الْبِرُّ مَا سَكَنَتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالإِثْمُ مَا لَمْ تَسْكُنْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَلَمْ يَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ. وَقَالَ لاَ تَقْرَبْ لَحْمَ الْحِمَارِ الأَهْلِيِّ وَلاَ ذَا نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.

আবূ সা'লাবা আল-খুশানী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুল্লাহ হতে শুনে 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে– আবূ সা'লাবা আল-খুশানী (রা.) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল (স.)! আমার জন্য কী হালাল আর কী হারাম তা আমাকে জানিয়ে দিন। তখন রসূল (স.) একটু নড়েচড়ে বসলেন ও ভালো করে খেয়াল (চিন্তা-ভাবনা) করে বললেন– নেকী (বৈধ) হলো সেটি, যা করে তোমার মন তথা মনে থাকা আকল (নফস) প্রশান্ত হয় ও তোমার মন (ক্বলব) তৃপ্তি লাভ করে। আর পাপ (অবৈধ) হলো সেটি, যা করে তোমার নফস ও ক্বলব প্রশান্ত হয় না ও তৃপ্তি লাভ করে না। যদিও সে বিষয়ে ফাতওয়া প্রদানকারীরা তোমাকে ফাতওয়া দেয়। তিনি আরও বলেন– আর পোষা গাধার গোশত এবং বিষ দাঁতওয়ালা শিকারীর গোশতের নিকটবর্তী হয়ো না।

- ♦ আহমাদ, *আল-মুসনাদ* (মুয়াস্‌সাসাতু কর্দোভা), হাদীস নং ১৭৭৭৭
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : নেকী তথা সঠিক কাজ করার পর মনে স্বস্তি ও প্রশান্তি এবং গুনাহ তথা ভুল কাজ করার পর সন্দেহ, সংশয়, খুঁতখুঁত ও অস্বস্তি সৃষ্টি হতে হলে মনকে আগে বুঝতে হবে কোনটি সঠিক ও কোনটি ভুল। তাই, হাদীসটি হতে জানা যায়– মানুষের মনে একটি জ্ঞানের শক্তি আছে যে অন্যায় ও ন্যায় বুঝতে পারে। মনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া সেই শক্তি হলো– আকল/ Common sense/বিবেক/বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

হাদীসটির **'যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে (ভিন্ন) ফাতওয়া দেয়'** বক্তব্যের মাধ্যমে রসূল (স.) জানিয়ে দিয়েছেন, কোনো মানুষ যদি এমন কথা বলে যাতে মন তথা মনে থাকা Common sense সায় দেয় না, তবে বিনা যাচাইয়ে তা মেনে নেওয়া যাবে না। সে ব্যক্তি যত বড়ো মুফাসসির, মুহাদ্দিস, মুফতি, প্রফেসর, চিকিৎসক বা ইঞ্জিনিয়ার হোক না কেন। তাই হাদীসটির এ অংশ হতে জানা যায়- Common sense অতীব গুরুত্বপূর্ণ এক জ্ঞানের শক্তি/উৎস।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ... ... حَدَّثَنَا رَوْحٌ ... ... عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ : مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ : إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ، وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ . قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا الْإِثْمُ؟ قَالَ : إِذَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ .

ইমাম আহমাদ (রহ.) আবূ উমামা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি রাওহ (রহ.) হতে শুনে তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ উমামা (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি রসূল (স.)-কে জিজ্ঞেস করল, ঈমান কী? রসূল (স.) বললেন– যখন সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দেবে ও অসৎ কাজ পীড়া দেবে, তখন তুমি মু'মিন। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, হে রসূল! গুনাহ (অন্যায়) কী? রসূলুল্লাহ (স.) বলেন– যে বিষয় তোমার মনে (আকলে) সন্দেহ-সংশয় ও অস্বস্তি সৃষ্টি করে (সেটি গুনাহ), তাই তা ছেড়ে দেবে।

- ♦ আহমদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নম্বর- ২২২২০।
- ♦ হাদীসটির সনদ এবং মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটির **'যে বিষয় তোমার মনে সন্দেহ-সংশয় ও অস্বস্তি সৃষ্টি করে (সেটি গুনাহ), তাই তা ছেড়ে দেবে'** অংশ হতে জানা যায়– মানুষের মনে একটি জ্ঞানের শক্তি আছে, যা অন্যায় ও ন্যায় বুঝতে পারে। মানব মনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া সেই শক্তি হলো– আকল, Common sense, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান ।

হাদীসটির **'যখন সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দেবে ও অসৎ কাজ পীড়া দেবে, তখন তুমি মু'মিন'** অংশ হতে জানা যায়- মু'মিনের একটি সংজ্ঞা হলো- সৎকাজ করার পর মনে আনন্দ পাওয়া। আর অসৎ কাজ করার পর মনে কষ্ট পাওয়া। সৎকাজ করার পর মনে আনন্দ পায় আর অসৎ কাজ করার পর মনে কষ্ট পায় সেই ব্যক্তি যার Common sense জাগ্রত আছে। তাই, এ হাদীস অনুযায়ী বোঝা যায় যে– Common sense অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ এক জ্ঞানের শক্তি/উৎস।

সম্মিলিত শিক্ষা : হাদীস তিনটিসহ আরও হাদীস হতে সহজে জানা যায়– আকল/Common sense/বিবেক বা বোধশক্তি সকল মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেওয়া জ্ঞানের একটি অপ্রমাণিত বা সাধারণ উৎস। তাই, Common sense-এর রায়কেও এই পুস্তিকার তথ্যের একটি উৎস হিসেবে নেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞান

মানব সভ্যতার বর্তমান স্তরে 'বিজ্ঞান' যে জ্ঞানের একটি উৎস এটা কেউ অস্বীকার করবে বলে আমার মনে হয় না। বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense-এর বিরাট ভূমিকা আছে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন একটি আপেল মাটিতে পড়লো। তিনি ভাবলেন আপেলটি ওপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে আসলো কেন? নিশ্চয় কোনো শক্তি আপেলটিকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টেনেছে। Common sense-এর এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। আর ঐ আবিষ্কারের প্রতিটি বাঁকে তাকে Common sense ব্যবহার করতে হয়েছে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense-এর বিরাট ভূমিকা আছে। তাই বিজ্ঞান হলো Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান বা জ্ঞানের উৎস।

বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব বা তথ্য সময়ের আবর্তে পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ, মানুষের জ্ঞান সীমিত। আমার ৪০ বছরের চিকিৎসা জীবনে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক তথ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখেছি। তাই ইসলামী নীতি হলো Common sense-এর মতো বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্যকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার আগে কুরআন বা সুন্নাহর ভিত্তিতে অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে।

অন্যদিকে, বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্য যদি নির্ভুল হয় তবে সেটি এবং ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্য একই হবে। এ কথাটি কুরআন জানিয়েছে এভাবে–

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ط ... ...

শীঘ্র আমরা তাদেরকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) দিগন্তে এবং নিজেদের (শরীরের) মধ্যে থাকা আমাদের নিদর্শনাবলি (উদাহরণ) দেখাতে থাকবো, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে তা (কুরআনের সকল বক্তব্য) সত্য।... ... ...

(সুরা হা-মিম-আস-সাজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততদূর। আর আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ– প্রকৃতিতে থাকা আল্লাহর প্রণয়ন করে রাখা বৈজ্ঞানিক বিষয় গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা।

তাই, এ আয়াতে বলা হয়েছে– খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কার হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সত্য প্রমাণিত হবে। তাই, এ আয়াত অনুযায়ী কোনো বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য একই হবে।

কিয়াস ও ইজমা

ইসলামে প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মনীষী বলতে কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কাহিনির ভিত্তিতে উৎকর্ষিত হওয়া জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense (আকল/বিবেক) ধারণকারী ব্যক্তিকে বোঝায়।

আর কিয়াস হলো– কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক/ব্যাপক অর্থবোধক অথবা কুরআন-সুন্নায় সরাসরি নেই এমন বিষয়ে কুরআন সুন্নাহর অন্য তথ্যের ভিত্তিতে যেকোনো যুগের একজন প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী ব্যক্তির Common sense-এর উন্নত অনুধাবন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ক্ষমতার ভিত্তিতে পরিচালিত গবেষণার ফল।

আর কোনো বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফল এক হলে বা কারও কিয়াসের ব্যাপারে সকলে একমত হলে তাকে ‘ইজমা’ (Concensus) বলে।

কারও গবেষণার ফল জ্ঞানের উৎস হতে পারে না। গবেষণার ফল হয় রেফারেন্স তথা তথ্যসূত্র। তাই সহজে বলা যায়– কিয়াস বা ইজমা জ্ঞানের উৎস হবে না। কিয়াস ও ইজমা হবে তথ্যসূত্র/রেফারেন্স।

ইজমা ইসলামী জীবন বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও মনে রাখতে হবে ইজমা অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানব সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফলে ঐ সব বিষয়ে কিয়াস ও ইজমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মতো অন্য যেকোনো বিষয়েই তা হতে পারে।

এ পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও প্রকৃত সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এখানে কিয়াস ও ইজমার সুযোগ নেই।

আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র/নীতিমালা

যেকোনো বিষয়ে নির্ভুল জ্ঞানার্জন বা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো এবং ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহারের প্রবাহচিত্রটি (Flow Chart) মহান আল্লাহ সারসংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সুরা নিসার ৫৯ নম্বর এবং সুরা নূরের ১৫, ১৬ ও ১৭ নম্বর আয়াতসহ আরও কিছু আয়াতের মাধ্যমে। আর আয়েশা (রা.)-এর চরিত্র নিয়ে ছড়ানো প্রচারণাটির (ইফকের ঘটনা) ব্যাপারে নিজের অনুসরণ করা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতির মাধ্যমে রসূল (স.) নীতিমালাটি বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়ে দিয়েছেন। নীতিমালাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে **'কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র/নীতিমালা'** নামক বইটিতে।

প্রবাহচিত্রটি (Flow Chart) এখানে উপস্থাপন করা হলো−

যেকোনো বিষয়

↓

Common sense {আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান} বা বিজ্ঞান (Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান)-এর আলোকে সঠিক বা ভুল বলে **প্রাথমিক সিদ্ধান্ত** নেওয়া এবং সে অনুযায়ী **প্রাথমিক ব্যবস্থা** নেওয়া

↓

কুরআন (মূল প্রমাণিত জ্ঞান) দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা এবং সে আলোকে **চূড়ান্ত ব্যবস্থা** নেওয়া (প্রাথমিক ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া বা নতুন ব্যবস্থা নেওয়া)

↓

সম্ভব না হলে সুন্নাহ (ব্যাখ্যামূলক প্রমাণিত জ্ঞান) দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা এবং সে আলোকে **চূড়ান্ত ব্যবস্থা** নেওয়া (প্রাথমিক ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া বা নতুন ব্যবস্থা নেওয়া)

↓

সম্ভব না হলে প্রাথমিক সিদ্ধান্তের (Common sense বা বিজ্ঞানের রায়) ভিত্তিতে নেওয়া ব্যবস্থা ও গবেষণা চালিয়ে যাওয়া

↓

মনীষীদের **ইজমা-কিয়াস** দিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে যাচাই করে অধিক তথ্যভিত্তিকটি গ্রহণ করা এবং সে অনুযায়ী চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে

কুরআনের আরবী আয়াত কিয়ামত পর্যন্ত
অপরিবর্তিত থাকবে, কিন্তু কিছু কিছু অর্থ ও ব্যাখ্যা
যুগের জ্ঞানের আলোকে উন্নত হবে।

আল কুরআন

যুগের জ্ঞানের আলোকে
অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর
(সচিত্র)

নিজে পড়ুন

**সকলকে পড়তে
উৎসাহিত করুন**

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

জাতি, ধর্ম, গোত্র, বর্ণ ও রাজনৈতিক পরিচয় নির্বিশেষে
সকল মানুষের প্রতিষ্ঠান

মূল বিষয়

রসূল মুহাম্মাদ (স.)-কে অনুসরণ করা সকল মুসলিমের জন্য ফরজ (অবশ্য করণীয়)। আর এ কাজে সফল হওয়া না হওয়ার ওপর নির্ভর করে একজন মুসলিমের দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা ও ব্যর্থতা। কোনো কাজে সফল হতে হলে সে কাজের উদ্দেশ্যটি প্রথমে সঠিকভাবে জানতে হয়। অতঃপর কাজটি করার সময় ঐ উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছে কি না বা হবে কি না তা সর্বক্ষণ খেয়াল রাখতে হয়। অন্যদিকে একটি কাজের মাপকাঠি জানা থাকলে তা দিয়ে কাজটি করার সঠিকত্বের দিক দিয়ে নিজে ও অন্যরা কী অবস্থানে আছে তা মাপা যায় এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের জীবন পরিচালনার দিকে তাকালে সহজেই বলা যায়– মহান আল্লাহ মুহাম্মাদ (স.)-কে যে উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন সে বিষয়ে তাদের অধিকাংশের জ্ঞান কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর সাথে সংগতিশীল নয়। এর ফলস্বরূপ মুসলিমদের দুনিয়ার জীবনের ব্যর্থতা আমরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। আর তাদের অধিকাংশের পরকালীন জীবনের অবস্থা কী হবে তা বোঝাও কঠিন নয়।

তাই, ব্যক্তি ও জাতির দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আলোচ্য বিষয়ে কলম ধরা। এ পুস্তিকায় প্রথমে মুহাম্মাদ (স.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করা হবে। অতঃপর তাঁর সঠিক অনুসরণ বোঝার মাপকাঠি তথা তাঁকে সঠিকভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে কি না তা বোঝার মাপকাঠি নিয়ে আলোচনা করা হবে।

মুহাম্মাদ (স.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য জানার গুরুত্ব

উদ্দেশ্য না জেনে কোনো কাজ করলে ব্যর্থতা অনিবার্য। এটি একটি চিরসত্য ও সহজবোধগম্য কথা। তাই, মুহাম্মাদ (স.)-কে কী উদ্দেশ্যে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে তা সঠিকভাবে না জেনে তাঁকে অনুসরণ করলেও ব্যর্থতা অনিবার্য। সুতরাং মুহাম্মাদ (স.)-কে আল্লাহ তা'য়ালা কী উদ্দেশ্যে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন তা জানা সকল মুসলিমের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। আর যে কোনো কাজের উদ্দেশ্য জানার ব্যাপারে মহাগ্রন্থ আল কুরআনের বক্তব্য হলো−

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ ۚ.

অনুবাদ : আমরা আকাশ, পৃথিবী এবং এ দুটির মধ্যবর্তী কোনো কিছুই বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি। এটি কাফিরদের ধারণা। সুতরাং যারা কুফরী করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের দুর্ভোগ।

(সুরা সোয়াদ/৩৮ : ২৭)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতটির মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ যে তথ্যগুলো মহান আল্লাহ মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন তা হলো−

- মহাকাশ, পৃথিবী এবং এ উভয়ের মধ্যে যত জিনিস বা বিষয় আছে তার প্রত্যেকটি সৃষ্টি বা প্রণয়ন করার পেছনে মহান আল্লাহর একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে। অর্থাৎ আল্লাহ বলেছেন মানুষ, নবী-রসূল, পশু-পাখি, গাছপালা, নদীনালা, কুরআন, সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদি সৃষ্টি বা প্রণয়ন করার পেছনে তাঁর একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে।
- যারা মনে করে বা ধারণা করে ঐ সকল কিছুর কোনো একটিও মহান আল্লাহ্ বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি বা প্রণয়ন করেছেন তারা কাফির।
- পরকালে ঐ কাফিরদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

মহান আল্লাহ্ এখানে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে– মহাকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে থাকা মানুষ, নবী-রসূল, পশু-পাখি, গাছপালা, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, খাবার-দাবার, কুরআন, সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জসহ সকল কিছু তৈরি বা প্রণয়ন করার পেছনে তাঁর একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে। যারা ধারণা করবে যে, ঐ সকল কিছুর কোনো একটিও মহান আল্লাহ বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি বা প্রণয়ন করেছেন তারা কাফির বলে গণ্য হবে এবং তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

এ আয়াত থেকে জানা যায়– মহান আল্লাহ নির্দেশিত ইসলামের কোনো কাজ বা বিষয় পালন করে দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হতে হলে প্রথমে সে কাজ বা বিষয়টি কী উদ্দেশ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে তা সঠিকভাবে জানতে হবে। তারপর সে উদ্দেশ্য সাধনকে সামনে রেখে কাজটি বা বিষয়টি পালন করতে হবে।

তাই, আয়াতটির আলোকে সহজে বলা যায়– রসূল মুহাম্মাদ (স.)-কে অনুসরণ করে দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হতে হলে প্রথমে আল্লাহ তা'য়ালা কী উদ্দেশ্যে মুহাম্মাদ (স.)-কে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন তা সঠিকভাবে জানতে হবে। তারপর সে উদ্দেশ্য সাধনকে সামনে রেখে তাঁকে অনুসরণ করতে হবে।

এ জন্যে ইসলামী জীবন বিধানে মুহাম্মাদ (স.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য সঠিকভাবে জানার গুরুত্ব অপরিসীম।

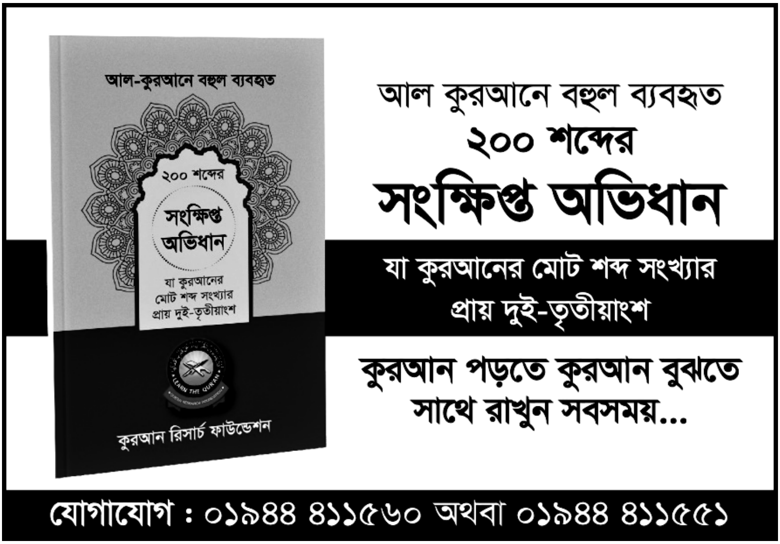

মুহাম্মাদ (স.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য

মহান আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস তথা কুরআন, সুন্নাহ (হাদীস) ও Common sense-এর আলোকে আমরা বিষয়টি জানার চেষ্টা করবো।

মুহাম্মাদ (স.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে Common sense

বর্তমানে আমরা সকলে জানি যে– একটি কোম্পানি যখন কোনো যন্ত্র তৈরি করে তখন তার পেছনে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে থাকে। আর যন্ত্রটা কোম্পানি যখন বাজারে ছাড়ে তখন যন্ত্রটির মৌলিক দিক তথা যন্ত্রটি তৈরির উদ্দেশ্য এবং সে উদ্দেশ্য সাধনের মৌলিক তথ্য ধারণকারী একটি বই (Manual) তার সাথে থাকে। যন্ত্রটি জটিল হলে বিক্রির পর কোম্পানি যন্ত্রটির সাথে শুধু ম্যনুয়াল নয় একজন ইঞ্জিনিয়ারও পাঠায়। ইঞ্জিনিয়ার যন্ত্রটি চালিয়ে ভোক্তাদের দেখিয়ে দেয়। আর যন্ত্রটি পরিচালনা করার মতো যোগ্য লোক ভোক্তাদের মধ্যে তৈরি হয়ে গেলে ইঞ্জিনিয়ার বিদায় নেন।

সুরা বাকারার ২৬নং আয়াতসহ বিভিন্ন আয়াতে সত্য উদাহরণকে মহান আল্লাহর কাছ থেকে আসা নির্ভুল (সত্য) শিক্ষা বলা হয়েছে। তাই, ওপরে বর্ণিত উদাহরণের ভিত্তিতে Common sense-এর আলোকে সহজে বলা যায়–

১. মানুষ সৃষ্টির পেছনে অবশ্যই আল্লাহ তা'য়ালার একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে থাকবে।
২. পৃথিবীতে পাঠানোর সময় মানুষের সাথে তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং সে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক তথ্য ধারণকারী গ্রন্থ (Manual) আল্লাহ তা'য়ালার পাঠানোর কথা।
৩. মানুষ অত্যন্ত জটিল প্রাণী। তাই, দুনিয়ায় মানুষের সাথে শুধু Manual নয়, Manual-এ থাকা বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করে মানুষকে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য বিশেষ জ্ঞান সম্পন্ন মানুষও আল্লাহ তা'য়ালার দুনিয়ায় প্রেরণ করার কথা।

মহান আল্লাহ মানুষকে দুনিয়ায় পাঠানোর সাথে সাথে উপর্যুক্ত শর্তগুলো যথাযথভাবে পূরণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন কোম্পানি জটিল যন্ত্রের সাথে Manual ও ইঞ্জিনিয়ার পাঠানোর জ্ঞানটি আল্লাহ তা'য়ালার ঐ কর্মপদ্ধতি থেকেই পেয়েছে।

আল্লাহ তা'য়ালার পাঠানো ঐ Manual হলো তাঁর প্রেরিত কিতাব। ঐ কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হলো আল কুরআন। আর আল্লাহ তাঁর প্রেরিত কিতাবে থাকা মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং মানব-জীবনের বিভিন্ন দিকের মৌলিক বিষয়গুলো বাস্তবে পালন করে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য পাঠিয়েছেন নবী-রসুলগণকে। নবী-রসূলগণের প্রথম জন হলেন আদম (আ.) এবং শেষ জন হলেন মুহাম্মাদ (স.)।

তাই, Common sense-এর আলোকে সহজে বলা যায়, মুহাম্মাদ (স.)-কে দুনিয়ায় পাঠানোর কারণ হলো– যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে দুনিয়ার মানুষকে দেখিয়ে দেওয়া, যাতে তাঁদের অবর্তমানে দুনিয়ার মানুষ ঐভাবে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হতে পারে।

আর তাই, মুহাম্মাদ (স.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য বুঝতে হলে যে সকল বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে হবে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো–

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য।
২. সে উদ্দেশ্য সাধনের উপায়।

মুহাম্মাদ (স.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল কুরআন

এখন আমরা আল কুরআন থেকে ওপরে বর্ণিত বিষয়গুলো বিশেষ করে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং সে উদ্দেশ্য সাধনের উপায় পর্যালোচনার ভিত্তিতে মুহাম্মাদ (স.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্যটি সুনির্দিষ্ট ও নির্ভুলভাবে জানার চেষ্টা করবো।

তথ্য-১

.... فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

অনুবাদ : ... ... এরপর আমার কাছ থেকে তোমাদের কাছে পথনির্দেশিকা (কিতাব ও সহীফা) যাবে, তখন যারা আমার সেই পথনির্দেশিকা অনুসরণ করবে তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কারণও থাকবে না। (সুরা বাকারা/২ : ৩৮)

ব্যাখ্যা : মানব-জাতির আদি পিতা আদম (আ.) ও আদি মাতা হাওয়া (আ.) জান্নাতে মহা তথ্যসন্ত্রাসী ইবলিসের ধোঁকায় পড়ে নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ার পর গভীর অনুশোচনাসহ আল্লাহর কাছে তাওবা করেন। আল্লাহ তাঁদের তাওবা কবুল করার পর বলেন– তোমাদের কিছু-কালের জন্য দুনিয়ায় যেতে ও থাকতে হবে এবং ইবলিসও তোমাদের সাথে সেখানে থাকবে। একথা শুনে

মানব জাতির পিতা ও মাতা ভীষণ ভয় ও দুশ্চিন্তায় পড়ে যান। ঐ ভয় ও দুশ্চিন্তার কারণ ছিল– তাঁরা ভাবছিলেন, ইবলিস ষড়যন্ত্র/তথ্যসন্ত্রাস করে তাঁদেরকে দিয়ে দুটি মারাত্মক বিষয় ঘটাতে সক্ষম হয়েছে– আল্লাহর স্পষ্ট আদেশের ভুল ব্যাখ্যা গ্রহণ করানো এবং জান্নাত থেকে পৃথিবীতে নামানো।

তাই, ইবলিসের পক্ষে ষড়যন্ত্র করে তাদের সকল সন্তানকে বহু মৌলিক ভুল/মিথ্যা কথা গ্রহণ করিয়ে বিভিন্ন ধরনের কবীরা গুনাহ করানো এবং তার ফলস্বরূপ জাহান্নামে পাঠানো মোটেই কঠিন হবে না। মানব জাতির পিতা ও মাতার ঐ দুশ্চিন্তার জবাব হলো আলোচ্য আয়াতটি।

আয়াতটির মাধ্যমে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে– যুগে যুগে তাঁর কাছ থেকে মানুষের জীবন পরিচালনার বিভিন্ন দিক বিশেষ করে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং সে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক তথ্য ধারণকারী পথনির্দেশিকা (কিতাব/গ্রন্থ/Manual) দুনিয়ায় যাবে। যারা ঐ কিতাব অনুসরণ করবে তথা জ্ঞানার্জন ও তাঁর অনুসরণ করে জীবন পরিচালনা করবে তাদের কোনো ভয় থাকবে না।

তথ্য-২

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنۡ رِّجَالِكُمۡ وَلٰكِنۡ رَّسُوۡلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَىۡءٍ عَلِيۡمًا.

অনুবাদ : মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নয় বরং সে আল্লাহর রসূল এবং সকল নবীদের শেষ নবী। আর আল্লাহ সকল বিষয়ে অবগত। (সুরা আহযাব/৩৩ : ৪০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায়, মুহাম্মাদ (স.) আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত সর্বশেষ রসুল ও নবী।

তথ্য-৩

وَكَذٰلِكَ اَوۡحَيۡنَاۤ اِلَيۡكَ رُوۡحًا مِّنۡ اَمۡرِنَا ؕ مَا كُنۡتَ تَدۡرِىۡ مَا الۡكِتٰبُ وَلَا الۡاِيۡمَانُ وَلٰـكِنۡ جَعَلۡنٰهُ نُوۡرًا نَّهۡدِىۡ بِهٖ مَنۡ نَّشَآءُ مِنۡ عِبَادِنَا ؕ وَاِنَّكَ لَتَهۡدِىۡۤ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسۡتَقِيۡمٍ ۙ.

অনুবাদ : আর এভাবে আমরা তোমার প্রতি আমাদের নির্দেশ সম্বলিত ওহী (আল কুরআন) প্রেরণ করেছি। (এর পূর্বে) তুমি জানতে না কিতাব কী ও ঈমান কী, কিন্তু আমরা একে বানিয়েছি একটি আলো (জ্ঞানের আলো) যা দিয়ে (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমরা আমাদের বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা সঠিক পথে পরিচালিত করি। আর নিশ্চয় তুমি অবশ্যই স্থায়ী সঠিক পথ প্রদর্শন করো। (সুরা শুরা/৪২ : ৫২)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায়– মুহাম্মাদ (স.)-এর ওপর আল্লাহর কিতাব কুরআন নাযিল হয়। তাই, কুরআন হলো আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাবের শেষ সংস্করণ।

তথ্য-৪

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِۚ ... ...

অনুবাদ : রমযান মাস। যে মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে। (কুরআন) সকল মানুষের জন্য জীবন পরিচালনার পথনির্দেশিকা এবং পথনির্দেশিকার মধ্যে এটি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত শিক্ষাধারণকারী ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী। ... ...

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৮৫)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে প্রথমে কুরআনকে একটি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত শিক্ষাধারণকারী পথনির্দেশিকা বলা হয়েছে। অর্থাৎ কুরআন হলো এমন একটি গ্রন্থ যেটিতে মানুষের জীবন পরিচালনার সকল মৌলিক তথ্য আছে। তাই, আয়াতটির আলোকে সহজে বলা যায়– আল কুরআনে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য, সে উদ্দেশ্য সাধনের উপায়, রসুল মুহাম্মাদ (স.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য, তাঁকে সঠিকভাবে অনুসরণ করার মাপকাঠি সম্পর্কে স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট তথ্য আছে।

আয়াতটি থেকে আরও জানা যায়– কুরআন হলো সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী। অর্থাৎ কুরআনের বিপরীত কথা যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা। সে গ্রন্থ হাদীস, ফিকহ, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি যাই হোক না কেন।

তথ্য-৫

... ... وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ.

অনুবাদ : ... ... আর তোমার প্রতি যিক্‌র (আল কুরআন) অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি (কথা ও কাজের মাধ্যমে) মানুষকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে পারো– যা কিছু তাদের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তারাও যেন চিন্তা-গবেষণা করে।

(সুরা নাহল/১৬ : ৪৪)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায়– মুহাম্মাদ (স.)-এর দায়িত্ব ছিল কুরআনকে কথা ও কাজের মাধ্যমে মানুষকে বুঝিয়ে দেওয়া।[৮]

৮. ইবন জুঝাঈ, আত-তাসহীলু লি 'উলুমিত তানযীল, পৃ. ৮৩৬।

তথ্য-৬

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ... ... ...

অনুবাদ : তোমরা (মানুষ) সর্বোত্তম উম্মত, তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে মানুষের কল্যাণ করার উদ্দেশ্যে, তোমরা (জন্মগতভাবে) জানা বিষয় বাস্তবায়ন এবং অস্বীকার করা বিষয় প্রতিরোধ করবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবে। (সুরা আলে ইমরান/৩ : ১১০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সারসংক্ষেপ আকারে চমৎকারভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তাই, আয়াতটির বক্তব্য পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। কারণ, মুহাম্মাদ (স.)-কে প্রেরণ করা হয়েছে, মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে দুনিয়ার মানুষদের দেখিয়ে দেওয়ার জন্য যেন তাঁর চলে যাওয়ার পর মানুষ ঐভাবে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে যেতে পারে।

আয়াতটির প্রকৃত ব্যাখ্যা বুঝতে হলে যে বিষয় আগে জানতে হবে তা হলো−

১. কুরআনে উম্মাত (أُمَّة) শব্দটি যে সকল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তার গুরুত্বপূর্ণ একটি হলো জাতিগত সৃষ্টি। যেমন−

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا طٰٓئِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّآ اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ... ...

অনুবাদ : আর পৃথিবীতে বিচরণকারী এমন কোনো জীব নেই অথবা নিজ ডানার সাহায্যে উড়ে এমন কোনো পাখি নেই, যারা তোমাদের মতো একটি উম্মত (সৃষ্টিগত জাতি) নয়। ... ...

(সুরা আন'আম/৬ : ৩৮)

২. মানুষের জীবনের কাজগুলো ৪ শ্রেণিতে বিভক্ত−

ক. উপাসনামূলক কাজ।

যেমন : ঈমান আনা, সালাত (নামাজ), সিয়াম (রোজা), হাজ্জ, যাকাত, তাসবিহ-তাহলিল ইত্যাদি।

খ. ন্যায়-অন্যায় কাজ

যেমন : সত্য কথা বলা, মিথ্যা না বলা, কাউকে ফাঁকি না দেওয়া, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং নিজে পেট ভরে খেলে আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী না খেয়ে থাকছে কি না সেদিকে খেয়াল রাখা, নিজে প্রাসাদসম বাড়িতে থাকলে আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীর থাকার জন্যে বাড়ী-ঘর আছে কি না সে দিকে

নজর দেওয়া, নিজের ভালো চিকিৎসা করালে অন্যরা বিনা চিকিৎসায় ধুঁকে ধুঁকে মারা যাচ্ছে কি না সে ব্যাপারে ভূমিকা রাখা ইত্যাদি।

গ. শরীর-স্বাস্থ্য গঠনমূলক কাজ
যেমন : খাওয়া-দাওয়া, চিকিৎসা, বিশ্রাম, ব্যায়াম ইত্যাদি।

ঘ. পরিবেশ-পরিস্থিতি গঠনমূলক কাজ
যেমন : সাধারণ শিক্ষা, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি।

জীবনের সকল কাজ

উপাসনামূলক কাজ	**ন্যায় ও অন্যায় কাজ**	**শরীর স্বাস্থ্য গঠনমূলক কাজ**	**পরিবেশ পরিস্থিতি গঠনমূলক কাজ**
কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা, ঈমান আনা, সালাত কায়েম করা, যাকাত দেওয়া, সিয়াম পালন করা, হাজ্জ করা ইত্যাদি	সত্য বলা, মিথ্যা না বলা, পরোপকার করা, নিজে পেট ভরে খেলে অপরে যেন অভুক্ত না থাকে, নিজে অট্টালিকায় থাকলে অপরে যেন ফুটপাতে না থাকে, নিজে উচ্চশিক্ষিত হলে অপরে যেন অশিক্ষিত না থাকে, নিজে ভালো কাপড় পরলে অপরে যেন কাপড় বিহীন না থাকে এ সকল বিষয়ে ভূমিকা রাখা, কারো ক্ষতি না করা ইত্যাদি	খাওয়া, পান করা, ব্যায়াম, চিকিৎসা ইত্যাদি	সাধারণ শিক্ষা, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি

আলোচ্য (আলে ইমরান/৩ : ১১০) আয়াতটির অংশভিত্তিক শিক্ষা

'তোমরা সর্বোত্তম উম্মত' অংশের শিক্ষা : মানুষ হলো আল্লাহর সকল সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতিগত সৃষ্টি (আশরাফুল মাখলুকাত)।

'তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে মানুষের কল্যাণ করার উদ্দেশ্যে' অংশের শিক্ষা : মানুষকে সৃষ্টি করার মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের কল্যাণ করা (মানুষ মানুষের জন্য)।

'তোমরা জানা বিষয় বাস্তবায়ন এবং অস্বীকার করা বিষয় প্রতিরোধ করবে' অংশের শিক্ষা : এ কথার অর্থ হলো– তোমাদের মন জন্মগতভাবে যে

বিষয়গুলো জানে তা পালন বা বাস্তবায়ন করবে এবং যা অস্বীকার করে তা থেকে দূরে থাকবে বা তা প্রতিরোধ করবে।

তাই, জানা বিষয় বাস্তবায়ন এবং অস্বীকার করা বিষয় প্রতিরোধ করা কথাটির প্রকৃত অর্থ হলো– তোমাদের জন্মগতভাবে জানা ন্যায় বিষয়গুলো বাস্তবায়ন এবং অন্যায় বিষয়গুলো প্রতিরোধ করবে।

'আর আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবে' অংশের শিক্ষা : ঈমান হলো– জ্ঞান+ বিশ্বাস। তাই, আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখা কথাটির অর্থ হবে– আল্লাহ সম্পর্কে জানা ও তা বিশ্বাস করা। আর মানুষ একটি বিষয় প্রকৃতভাবে বিশ্বাস করে থাকলে সেটি তার কাজে অবশ্যই প্রকাশ পাবে।

আল্লাহ সম্পর্কিত জ্ঞানের পরিপূর্ণ আধার হলো আল-কুরআন। আবার কুরআন হলো সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী। অর্থাৎ মানদণ্ড। তাই আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখা কথাটির সর্বাধিক তথ্যবহুল অর্থ হবে কুরআনকে সকল জ্ঞানের আধার ও মানদণ্ড হিসেবে বিশ্বাস করা।

প্রশ্ন হলো– জন্মগতভাবে জানা ন্যায় কাজ বাস্তবায়ন এবং অন্যায় কাজ প্রতিরোধ করার সাথে কুরআনকে সকল জ্ঞানের আধার ও মানদণ্ড হিসেবে বিশ্বাস করার কথাটিকে কেন যুক্ত করা হয়েছে–

এ প্রশ্নের উত্তর–

১. ন্যায় ও অন্যায় কাজ কোনগুলো তা আল্লাহ প্রথমে রুহের জগতে সাক্ষ্য ও ক্লাস নিয়ে প্রত্যেক রুহকে জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে–

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الۡاَسۡمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمۡ عَلَى الۡمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنۡۢبِـُٔوۡنِىۡ بِاَسۡمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنۡ كُنۡتُمۡ صٰدِقِيۡنَ.

অনুবাদ : অতঃপর তিনি আদমকে সকল (গুণবাচক) ইসম শেখালেন, তারপর সেগুলো ফেরেশতাদের কাছে উপস্থাপন করলেন, অতঃপর বললেন– তোমরা আমাকে এ ইসমগুলো সম্পর্কে বলো যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো। (সুরা আল বাকারা/২ : ৩১)

ব্যাখ্যা : গুণবাচক ইসম হলো মানব-জীবনের ন্যায়-অন্যায়, সাধারণ নৈতিকতা, বান্দার হক বা মানবাধিকারের বিষয়সমূহ। তাই, আল্লাহ তা'য়ালা শাহী দরবারে ক্লাস নিয়ে, সকল মানব রুহকে সব ন্যায়-অন্যায় বিষয় শিখিয়েছেন।

অতঃপর ঐ বিষয়গুলো মহান আল্লাহ মানব ভ্রূণের ব্রেইনে Common sense নামক জ্ঞানের উৎস (Micro Chips) হিসেবে জন্মগতভাবে দিয়ে দিয়েছেন। তথ্যটি কুরআন জানিয়েছে এভাবে–

وَنَفۡسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۙ . فَاَلۡهَمَهَا فُجُوۡرَهَا وَتَقۡوٰىهَا ۙ .

অনুবাদ : শপথ মনের এবং সেই সত্তার যিনি তাকে (মনকে) সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে (মনকে) 'ইলহাম' করেছেন তার অন্যায় ও ন্যায় (বোঝার শক্তি)।

(সুরা আশ্ শামস/৯১ : ৭ ও ৮)

ব্যাখ্যা : আয়াত দু'টি থেকে জানা যায়– ইলহাম নামক এক অতিপ্রাকৃতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে মহান আল্লাহ মানুষের মনে অন্যায় ও ন্যায় বিষয়গুলো বোঝার একটি জ্ঞানের শক্তি দিয়েছেন। জ্ঞানের ঐ শক্তিটি হলো আকল, বিবেক, কাণ্ডজ্ঞান বা Common sense।

জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের ঐ উৎসটি শিক্ষা ও পরিবেশের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। তথ্যটি কুরআন জানিয়েছে নিম্নের আয়াতসহ আরও আয়াতের মাধ্যমে–

قَدۡ اَفۡلَحَ مَنۡ زَكّٰىهَا ۙ وَقَدۡ خَابَ مَنۡ دَسّٰىهَا ؕ .

অনুবাদ : অবশ্যই সে সফল হবে যে তাকে (Common sense-কে) উৎকর্ষিত করবে। আর অবশ্যই সে ব্যর্থ হবে যে তাকে (Common sense-কে) অবদমিত করবে।

(সুরা আশ্ শামস/৯১ : ৯ ও ১০)

ব্যাখ্যা : আয়াত দু'টি থেকে জানা যায়– Common sense উৎকর্ষিত ও অবদমিত হয়। অর্থাৎ শিক্ষা, পরিবেশ ইত্যাদির মাধ্যমে Common sense পরিবর্তিত হয়।

আল কুরআনে ঐ ন্যায় ও অন্যায় কাজগুলোর তালিকা নির্ভুল ও পরিপূর্ণভাবে উল্লিখিত আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা থাকবে। তাই, মানুষকে তার জন্মগতভাবে জানা ন্যায় ও অন্যায় কাজগুলোকে কুরআনের আলোকে যাচাই করে সেগুলোর নির্ভুলতা ও পরিপূর্ণতা সম্পর্কে অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে। অর্থাৎ জন্মগতভাবে জানা ন্যায় কাজের বাস্তবায়ন ও অন্যায় কাজের প্রতিরোধ করার প্রকৃত অর্থ হলো কুরআনে উল্লিখিত সকল ন্যায় কাজের বাস্তবায়ন ও অন্যায় কাজের প্রতিরোধ করা।

২. ঐ ন্যায় ও অন্যায় কাজগুলোর মৌলিক বাস্তবায়ন পদ্ধতিও আল কুরআনে নির্ভুলভাবে উল্লিখিত আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা থাকবে।
৩. আবার ঐ ন্যায় ও অন্যায় কাজগুলো বাস্তবায়ন করার জন্য যোগ্য মানুষ তৈরির প্রোগ্রামও কুরআনে নির্ভুলভাবে উল্লিখিত আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা থাকবে।

ঐ ধরনের যোগ্য মানুষ ছাড়া কেউ ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে গেলে তা সমগ্র মানব জাতির জন্য কল্যাণকর হবে না। তা হবে ব্যক্তি, পরিবার, দল বা নিজ (ভৌগলিক জাতির) স্বার্থ উদ্ধারের জন্য।

তাই, এ আয়াত থেকে প্রত্যক্ষভাবে যা জানা যায়−

১. মানুষ হলো মহান আল্লাহর সকল সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতিগত সৃষ্টি (আশরাফুল মাখলুকাত)।
২. মানুষ সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য হলো− মানুষের কল্যাণ করা (মানুষ মানুষের জন্য)।
৩. সে কল্যাণের উপায় হলো− মানুষের জন্মগতভাবে জানা ন্যায় কাজগুলো বাস্তবায়ন এবং অন্যায় কাজগুলো প্রতিরোধ করা। আর এটি করার সময় কুরআনকে ন্যায়-অন্যায়সহ সকল কাজ ও বিষয়ের নির্ভুল ও পরিপূর্ণ উৎস এবং মানদণ্ড হিসেবে বিশ্বাস ও মান্য করতে হবে।

আলোচ্য আয়াতটি ও কুরআনে উপস্থিত মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত অন্য সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করলে নিশ্চিতভাবে জানা যায়, মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে− ওপরের দুই নম্বর ধারা তথা ন্যায়-অন্যায় বিভাগের কাজগুলো করা।

আর মানুষের জীবনের অন্য সকল বিভাগের কাজ হচ্ছে ঐ উদ্দেশ্য সাধনের পাথেয়। অর্থাৎ ঐ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়। অন্যদিকে পাথেয়গুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে উপাসনা বিভাগের কাজগুলো। কারণ, ঐ কাজগুলো মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে মানসিক ও মৌলিক বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে যোগ্য জনশক্তি তৈরি করে।

তাই, মানব-জীবনের সকল কাজের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রচাহচিত্র (Flow chart) হলো−

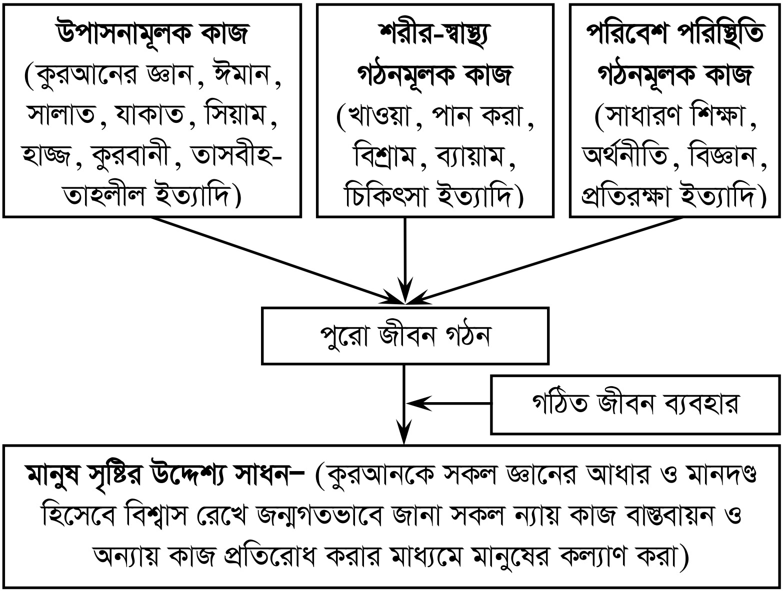

বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে **'মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য'** (গবেষণা সিরিজ-১) নামক বইটিতে।

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের উপায়

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য জানার পর পুস্তিকাটির আলোচ্য বিষয়ের সাথে যে বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত তা হলো– মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের উপায়। কারণ, মুহাম্মাদ (স.)-কে পৃথিবীতে প্রেরণই করা হয়েছে– মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে দুনিয়ার মানুষদের দেখিয়ে দেওয়ার জন্য। তাই, এ বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে বুঝতে পারলে মুহাম্মাদ (স.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্যটিও সুনির্দিষ্টভাবে বোঝা যাবে।

Common sense

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের উপায় বোঝা সহজ হবে যদি ন্যায়-অন্যায় কাজের আল্লাহর জানানো তালিকাটি আমরা জেনে নিতে পারি। কুরআনে উল্লিখিত ন্যায়-অন্যায় বিভাগের কাজগুলোর কয়েকটি হলো (সবগুলো বর্ণনা করা এই ছোট্ট পুস্তিকায় সম্ভব নয়)–

১. সত্য কথা বলা, মিথ্যা না বলা, কাউকে ফাঁকি না দেওয়া, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং নিজে পেট ভরে খেলে আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী না খেয়ে থাকছে কি না সেদিকে খেয়াল রাখা, নিজে প্রাসাদসম বাড়িতে থাকলে আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীর থাকার

জন্যে বাড়ী-ঘর আছে কি না সে দিকে নজর দেওয়া, নিজের ভালো চিকিৎসা করালে অন্যরা বিনা চিকিৎসায় ধুঁকে ধুঁকে মারা যাচ্ছে কি না সে ব্যাপারে ভুমিকা রাখা ইত্যাদি।

২. অবৈধ যৌন মিলন না করা এবং অবৈধ যৌনাচারকারী বিবাহিত নারী-পুরুষকে নির্মমভাবে হত্যা করা এবং অবিবাহিত নারী-পুরুষকে প্রকাশ্যে অপমানকর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা। (কারণ, অবৈধ যৌনাচার চলতে থাকলে একদিন পৃথিবীতে মানব সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে)

(সুরা নূর/২৪ : ২)

৩. মানুষকে অবৈধ হত্যা থেকে বাঁচানোর জন্যে অবৈধ হত্যাকারীকে রাষ্ট্রীয়ভাবে দ্রুত বিচার করে জনসমক্ষে হত্যা করা। (এটাকে কুরআনে কেসাস বলা হয়েছে। আর বলা হয়েছে, এই কেসাস-এর আইন হচ্ছে মানুষের জীবন)

(সুরা বাকারা /২ : ১৭৯)

৪. চুরি না করা এবং ধনীরা চুরি করলে রাষ্ট্রীয়ভাবে দ্রুত বিচার করে তাদের হাত কেটে দেওয়া। (পেটের দায়ে কেউ চুরি করলে তাকে কোনো শাস্তি না দিয়ে বরং চুরির কারণটা দূরীকরণের ব্যবস্থা করা।)

(সুরা মায়েদা/৫ : ৩৮)

৫. সুদ না খাওয়া এবং সুদী অর্থ ব্যবস্থা উৎখাত করে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। এ জন্যে দরকার হলে যুদ্ধ ঘোষণা করা। (কারণ, সুদ হচ্ছে সমাজের বিত্তবানদের মাধ্যমে বিত্তহীনদের শোষণের ব্যবস্থা)

(সুরা বাকারা/২ : ২৭)

৬. সব ধরনের অশ্লীল কাজকে প্রতিরোধ করা।

(সুরা নাহল/১৬ : ৯০)

৭. ঘুষ, দুর্নীতি, জুয়া, মদ্যপান ইত্যাদি কাজকে প্রতিরোধ করার জন্যে সব ধরনের ব্যবস্থা করা।

(সুরা নাহল/১৬ : ৯০)

৮. সমাজ থেকে সব ধরনের জুলুম ও অত্যাচারকে উৎখাত করা এবং এ জন্যে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা।

(সুরা নিসা/৪ : ৭৫)

৯. সৃষ্টি জগৎ নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করা বা তা যাতে করা হয় সে বিষয়ে ভুমিকা রাখা।

(সুরা আলে ইমরান/৩ : ১৯১)

ওপরে বর্ণিত ন্যায়-অন্যায় কাজগুলো আমরা যেভাবে বর্ণনা করেছি, কুরআনে হুবহু সেভাবে বর্ণনা করা নেই। কুরআনের মৌলিক নির্দেশের সঙ্গে হাদীসের ব্যাখ্যা এবং রসূল (স.) ও পরবর্তীতে সাহাবায়ে কেরামগণ সেটা যেভাবে বাস্তবে রূপদান করেছেন তা মেলালে যা দাঁড়ায়, সেভাবে নির্দেশগুলো উল্লেখ করা হয়েছে।

Common sense-এর আলোকে অতি সহজে বলা যায়– কুরআনে থাকা ন্যায়-অন্যায় বিভাগের কাজের যে কয়েকটি ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে শুধু সেগুলো কোনো সমাজে বাস্তবায়ন করা একমাত্র তখনই সম্ভব হবে যখন সেখানকার সরকার তা চাইবে। অনৈসলামিক সমাজ বা দেশে কুরআনে বর্ণিত দু'চারটি নির্দেশ হয়তো আপনি সেভাবে পালন বা বাস্তবায়ন করতে পারবেন যেভাবে করলে ক্ষমতাসীন সরকারের দেশ শাসন করতে কোনো অসুবিধা না হয়।

তাহলে Common sense-এর আলোকে সহজেই বলা যায়– জন্মগতভাবে জানা এবং কুরআনে উপস্থিত থাকা সকল ন্যায় কাজের বাস্তবায়ন ও অন্যায় কাজের প্রতিরোধ করা পৃথিবীর একটি দেশে শুধুমাত্র তখনই সম্ভব যখন সে দেশের সরকার তা চাইবে। অর্থাৎ কুরআন বা ইসলাম সে দেশে বিজয়ী শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত থাকলেই শুধু তা সম্ভব। আর সমস্ত পৃথিবীতে তা করতে হলে, গোটা পৃথিবীতে কুরআন বা ইসলামকে বিজয়ী হতে হবে।

আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি যে, মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো– কুরআনকে সকল জ্ঞানের নির্ভুল ও পরিপূর্ণ উৎস এবং মানদণ্ড হিসেবে বিশ্বাস ও মান্য করে জন্মগতভাবে জানা সকল ন্যায় কাজ বাস্তবায়ন ও অন্যায় কাজ প্রতিরোধের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করা।

তাই, সহজে বলা যায় যে– মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার একমাত্র উপায় হচ্ছে, ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। সুতরাং, মুহাম্মাদ (স.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য হবে ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা।

♣♣ তাহলে ২৩ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী রসূল মুহাম্মাদ (স.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্যে সম্পর্কে ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– 'ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা'।

আল কুরআন

তথ্য-১

هُوَ الَّذِیۡۤ اَرۡسَلَ رَسُوۡلَهٗ بِالۡهُدٰی وَدِیۡنِ الۡحَقِّ لِیُظۡهِرَهٗ عَلَی الدِّیۡنِ کُلِّهٖ ۙ وَلَوۡ کَرِهَ الۡمُشۡرِکُوۡنَ.

প্রচলিত অনুবাদ : তিনিই (আল্লাহ) তাঁর রসুলকে প্রেরণ করেছেন সঠিক পথ নির্দেশনা ও সত্য জীবন-ব্যবস্থাসহ (ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা), উহাকে (ইসলামী জীবন-ব্যবস্থাকে) অন্য সকল জীবন-ব্যবস্থার ওপর বিজয়ী করার জন্য, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।

(সুরা তাওবা/৯ : ৩৩)

তথ্য-২

هُوَ الَّذِیۡۤ اَرۡسَلَ رَسُوۡلَهٗ بِالۡهُدٰی وَدِیۡنِ الۡحَقِّ لِیُظۡهِرَهٗ عَلَی الدِّیۡنِ کُلِّهٖ وَلَوۡ کَرِهَ الۡمُشۡرِکُوۡنَ.

প্রচলিত অনুবাদ : তিনিই (আল্লাহ) তাঁর রসুলকে প্রেরণ করেছেন সঠিক পথ নির্দেশনা ও সত্য জীবন-ব্যবস্থাসহ (ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা), উহাকে (ইসলামী জীবন-ব্যবস্থাকে) অন্য সকল জীবন-ব্যবস্থার ওপর বিজয়ী করার জন্য, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।

(সুরা ছফ/৬১ : ৯)

তথ্য-৩

هُوَ الَّذِیۡۤ اَرۡسَلَ رَسُوۡلَهٗ بِالۡهُدٰی وَدِیۡنِ الۡحَقِّ لِیُظۡهِرَهٗ عَلَی الدِّیۡنِ کُلِّهٖ ؕ وَکَفٰی بِاللّٰهِ شَهِیۡدًا ؕ.

প্রচলিত অনুবাদ : তিনিই (আল্লাহ) তাঁর রসুলকে প্রেরণ করেছেন সঠিক পথ নির্দেশনা ও সত্য জীবন-ব্যবস্থাসহ (ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা), উহাকে (ইসলামী জীবন-ব্যবস্থাকে) অন্য সকল জীবন-ব্যবস্থার ওপর বিজয়ী করার জন্য, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে। আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।

(সুরা ফাত্হ/৪৮ : ২৮)

আয়াত তিনটির প্রচলিত অনুবাদের সম্মিলিত পর্যালোচনা

দু’টি দিকের আলোকে আমরা বিষয়টি পর্যালোচনা করবো–

১. আরবী ভাষা ও ব্যাকরণ।

২. বাস্তবতা।

১. আরবী ভাষা ও ব্যাকরণ

■ **দৃষ্টিকোণ-১ : يُظْهِرَ শব্দটির দৃষ্টিকোণ**

আয়াত তিনটির প্রত্যেকটিতে يُظْهِرَ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী অভিধানে এ শব্দটির সরাসরি (প্রত্যক্ষ) অর্থ হলো– প্রতিষ্ঠিত করা, প্রকাশ করা, উন্মুক্ত করা, স্পষ্ট করা, আলোতে আনা, অন্ধকারমুক্ত করা ইত্যাদি। বিজয়ী করা সরাসরি (প্রত্যক্ষ) অর্থ নয়।

■ **দৃষ্টিকোণ-২ : ۂ সর্বনামটির দৃষ্টিকোণ**

আয়াত তিনটির প্রত্যেকটিতে يُظْهِرَ শব্দটির শেষে ۂ সর্বনামটি ব্যবহার করা হয়েছে। শব্দটি একবচন। বহুবচন নয়। এ শব্দটির বহুবচন হলো هُمْ। তাই, এ সর্বনামটি যে শব্দের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়েছে সেটি একবচন হতে হবে। কিন্তু প্রচলিত অনুবাদে শব্দটি হলো বহুবচন (অন্য সকল জীবন-ব্যবস্থা)। তাই, এ অনুবাদ গ্রহণযোগ্য হবে না।

২. বাস্তবতা

তথ্য এক ও দুইয়ের আয়াত দু'টির শেষাংশের বক্তব্য হলো– যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে। তাই, আয়াত দু'টির প্রথমাংশে যা বলা হয়েছে সে বিষয়টি এমন হতে হবে যা ঘটলে সকল মুশরিকরা তা অপছন্দ করবে।

মুশরিক দু'ধরনের : কাফির মুশরিক ও মু'মিন মুশরিক। এ তথ্যটি কুরআন থেকে জানা যায় এভাবে–

وَكَاَيِّنۡ مِّنۡ اٰيَةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ يَمُرُّوۡنَ عَلَيۡهَا وَهُمۡ عَنۡهَا مُعۡرِضُوۡنَ . وَمَا يُؤۡمِنُ اَكۡثَرُهُمۡ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمۡ مُّشۡرِكُوۡنَ.

অনুবাদ : আর আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে বহু আয়াত রয়েছে, তারা এ সবের ওপর দিয়ে চলাচল করে কিন্তু তারা এ সবকে উপেক্ষা করে। আর তাদের (মানুষের) **অধিকাংশই** আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না, **মুশরিক হওয়া ছাড়া**।

(সুরা ইউসুফ/১২ : ১০৫, ১০৬)

বাস্তবতা হলো– বর্তমানে যদি একটি মুসলিম দেশ (ধরা যাক মিশর) অমুসলিম দেশ ইসরাইলের সাথে যুদ্ধ করে বিজয়ী হয় তাহলে মু'মিন মুশরিকরা খুশি হবে। কিন্তু কাফির মুশরিকরা অখুশি হবে।

এ দৃষ্টিকোণ থেকেও তাই আয়াত ৩টির প্রচলিত অনুবাদ গ্রহণযোগ্য হবে না।

আয়াত তিনটির প্রকৃত অনুবাদ

তথ্য-১

هُوَ الَّذِىٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ .

অনুবাদ : তিনি (আল্লাহ) তাঁর রাসূলেকে প্রেরণ করেছেন সঠিক পথ নির্দেশনা ও সত্য জীবন-ব্যবস্থাসহ, উহাকে (সত্য জীবন-ব্যবস্থাকে) প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, জীবন-ব্যবস্থা নামক বিষয়টির (ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয় ইত্যাদি) সকল অঙ্গনে, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।

(সুরা তাওবা/৯ : ৩৩)

তথ্য-২

هُوَ الَّذِىٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ.

অনুবাদ : তিনিই (আল্লাহ) তাঁর রসূলকে প্রেরণ করেছেন সঠিক পথ নির্দেশনা ও সত্য জীবন-ব্যবস্থাসহ, উহাকে (সত্য জীবন-ব্যবস্থাকে) প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, জীবন-ব্যবস্থা নামক বিষয়টির (ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয় ইত্যাদি) সকল অঙ্গনে, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।

(সুরা ছফ/৬১ : ৯)

তথ্য-৩

هُوَ الَّذِىٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا.

অনুবাদ : তিনিই (আল্লাহ) তাঁর রসূলকে প্রেরণ করেছেন সঠিক পথ নির্দেশনা ও সত্য জীবন-ব্যবস্থাসহ, উহাকে (সত্য জীবন-ব্যবস্থাকে) প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, জীবন-ব্যবস্থা নামক বিষয়টির (ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয় ইত্যাদি) সকল অঙ্গনে। আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।

(সুরা ফাত্হ/৪৮ : ২৮)

আয়াত তিনটির প্রকৃত অনুবাদের সম্মিলিত পর্যালোচনা

আয়াত তিনটিতে রসূল মুহাম্মাদ (স.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য কী তা সরাসরি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর আয়াত তিনটি রসুল মুহাম্মাদ (স.)-কে সামনে রেখে বলা হলেও সকল নবী-রসূল পাঠানোর এটিই উদ্দেশ্য।

আয়াত তিনটির প্রথম অংশের বক্তব্য অভিন্ন। সে বক্তব্য হলো– 'তিনিই (আল্লাহ) তাঁর রাসূলেকে প্রেরণ করেছেন সঠিক পথ নির্দেশনা ও সত্য জীবন-

ব্যবস্থাসহ, উহাকে (সত্য জীবন-ব্যবস্থাকে) প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, জীবন-ব্যবস্থা নামক বিষয়টির (ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয় ইত্যাদি) সকল অঙ্গনে'। এ বক্তব্যের মাধ্যমে মুহাম্মাদ (স.)-কে দুনিয়ায় পাঠানোর উদ্দেশ্যটি সরাসরি বলে দেওয়া হয়েছে। সে উদ্দেশ্য হলো– জীবন-ব্যবস্থায় যত অঙ্গন (দিক) থাকে তার সকল অঙ্গনে ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার আদেশ, নিষেধ, উপদেশ ও শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠা করা।

আয়াত তিনটির শেষাংশের বক্তব্য প্রথম দু'টি আয়াতে অভিন্ন। সে বক্তব্য হলো– 'যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে'। একটি সমাজ বা দেশের প্রতিটি অংঙ্গন তথা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয় ইত্যাদি অঙ্গনে ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার আদেশ, নিষেধ, উপদেশ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে কাফির ও মু'মিন উভয় বিভাগের মুশরিকরা তা অপছন্দ করবে। তাই, আয়াত তিনটির এ অর্থ অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ–

১. يُظْهِرَ শব্দটির অভিধানিক সরাসরি (প্রত্যক্ষ) অর্থ 'প্রতিষ্ঠা করা' গ্রহণ করা হবে।

২. هُ সর্বনামটির প্রকৃত অর্থটি (একবচনের অর্থ) গ্রহণ করা হবে।

৩. আয়াত তিনটির অর্থ বাস্তবসম্মত হবে।

অন্যদিকে সহজবোধগম্য বাস্তব অবস্থা হলো– জীবন-ব্যবস্থা নামক বিষয়টির দু-চারটি অঙ্গনে ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার কিছু আদেশ, নিষেধ, উপদেশ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠা করা সকল সমাজ বা দেশেই সম্ভব। কিন্তু জীবন-ব্যবস্থার সকল অঙ্গনে ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার আদেশ, নিষেধ, উপদেশ ও শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠা করা শুধু তখনই সম্ভব হবে যখন ইসলাম সে সমাজ বা দেশে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। অর্থাৎ ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা শাসন ক্ষমতায় থাকবে।

♣♣ তাহলে দেখা যায় যে– রসূল মুহাম্মাদ (স.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে (Common sense-এর আলোকে নেওয়া রায়) কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই, ২৩ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী, ঐ প্রাথমিক রায়টিই হবে ইসলামের চূড়ান্ত রায়। অর্থাৎ রসুল মুহাম্মাদ (স.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য হলো– 'ইসলামী জীবন-ব্যবস্থাকে সমাজ বা দেশে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা তথা শাসন ক্ষমতায় বসানো।

মুহাম্মাদ (স.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সুন্নাহ

রসূল মুহাম্মদ (স.)-এর জীবন চরিতকে সুন্নাহ বলে। তাই, চলুন এখন রসূল মুহাম্মদ (স.)-এর জীবন চরিত পর্যালোচনা করে জানার চেষ্টা করা যাক তাঁকে দুনিয়ায় প্রেরণের পেছনে উদ্দেশ্য কী ছিল।

নবুওয়াত পাওয়ার পর ১৩টি বছর রসূল (স.) অক্লান্ত পরিশ্রম করেন মক্কায় ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য। অতঃপর তিনি মদীনায় হিজরাত করেন। দাওয়াতী কাজের মাধ্যমে দূরের লোকদের আগে নিজের আত্মীয়-স্বজন ও এলাকাবাসীকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করা ইসলামের বিধান। তারপরও রসূল (স.) নিজ মাতৃভূমি, সহায় সম্পদ ও আত্মীয়-স্বজন রেখে মদিনায় চলে গিয়েছিলেন। এর কারণ হলো– রসূল (স.)-কে পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিল তাঁর সমাজ বা দেশ মক্কার সকল (ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয় ইত্যাদি) অঙ্গনে ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার আদেশ, নিষেধ, উপদেশ ও শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠা করা।

আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম বা প্রাকৃতিক আইন হলো– কোনো এলাকা বা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ যদি একটি মতবাদের সক্রিয় বিরোধী হয় তবে সেখানে সে মতবাদ প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভব নয়। রসূল (স.)-এর সময় মক্কার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ ছিল ইসলামের সক্রিয় বিরোধী। তাই আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম বা প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী সেখানে ইসলাম সমাজের প্রতিটি অঙ্গনে প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভব ছিল না। আর তাই রসূল (স.) মক্কা ছেড়ে মদিনায় চলে যান। আর সেখানে গিয়ে প্রথমেই ইসলামকে বিজয়ী ঘোষণা করেন তথা একটি ছোট ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন।

তাই, রসূল মুহাম্মাদ (স.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য হলো ইসলামকে সমাজ বা দেশে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা তথা শাসন ক্ষমতায় বসানো, তথ্যটি সুন্নাহও সরাসরি সমর্থন করে।

হিজরাত থেকে ইসলামকে বিজয়ী করার ব্যাপারে শিক্ষা

হিজরাত হলো রসূল মুহাম্মদ (স.)-এর নবুয়াতী জীবনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আল্লাহ্ সারা জীবন রসূল (স.)-কে মক্কায় ইসলামের কাজ করে যেতে বলতে পারতেন। কিন্তু তা না বলে তিনি কেন সহায়-সম্পত্তি, আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে তাঁকে মদিনায় গিয়ে ইসলামের কাজ করতে বললেন? এই কঠিন নির্দেশের মধ্যে দিয়ে, আল্লাহ্ তা'য়ালা রসূল (স.)-এর মাধ্যমে মুসলিমদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। সময়ের আবর্তে মুসলিমরা

সে শিক্ষা ভুলে গিয়েছে। আর তারা যে সেটা ভুলে গিয়েছে, তা বুঝা যায় তাদের ইসলাম পালনের ধরন দেখে। বর্তমান বিশ্বে তাদের অধঃপতনের এটা একটা প্রধান কারণ। হিজরাতের ঘটনার মাধ্যমে যে শিক্ষাসমূহ আল্লাহ্ দিতে চেয়েছেন তা হলো–

১. ইসলামকে বিজয়ী করতে হবে তাঁর তৈরি করা প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক নিয়মকে অনুসরণ করে। সেই প্রোগ্রামের একটি বিষয় (অনুঘটক/Factor) হলো– একটি এলাকার বা দেশের অধিকাংশ জনগণ যদি কোনো আদর্শের সক্রিয় বিরোধী হয়, তবে সেখানে সে আদর্শ বিজয়ী হতে পারে না।

   রসূল (স.)-এর সময় মক্কার অধিকাংশ জনগণ ছিল ইসলামের সক্রিয় বিরোধী। কিন্তু মদিনার অধিকাংশ লোক ছিল ইসলামের পক্ষে অথবা নিষ্ক্রিয় বিরোধী। তাই আল্লাহ, রসূল (স.)-কে জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে মদিনায় গিয়ে ইসলামের কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাঁর ক্ষমতা বলে মক্কায় রসুল (স.)-কে বিজয়ী করে দিতে পারতেন। কিন্তু তা তিনি করেননি। কারণ, তা করলে পরবর্তীকালে মুসলমানরা এই দোহাই দিতে পারত যে– রসূল (স.) ইসলামকে বিজয়ী করতে পেরেছিলেন অলৌকিক শক্তির মাধ্যমে। আমাদের পক্ষে সেটি সম্ভব নয়। তাই আমাদের নির্ঝঞ্জাটে যতটুকু পারা যায় ততটুকু ইসলাম পালন করলেই চলবে।

২. যদি বুঝা যায়, নিজ এলাকায় ইসলামকে বিজয়ী করা সম্ভব নয় কিন্তু অন্য এলাকায় সে সম্ভাবনা আছে বা অন্য এলাকায় ইসলাম বিজয়ী আছে, তবে যাদের পক্ষে সম্ভব তাদের নিজ এলাকা ছেড়ে সেখানে চলে যেতে হবে এবং সেখানেই ইসলামকে বিজয়ী করার বা বিজয়ী রাখার চেষ্টা করতে হবে।

   আর এর কারণ হলো– যে এলাকায় ইসলাম বিজয়ী নেই ঐ এলাকায় থাকলে, মন না চাইলেও প্রকৃত মুসলিমদের নানা রকম অনৈসলামিক কাজ করতে হয় বা সহ্য করতে হয়।

   তাই নিজ এলাকায় ইসলাম বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে যেখানে বিজয়ী আছে বা বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেখানে হিজরাত করে চলে যেতে হবে। অন্যথায় নিজ এলাকায় ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা-সাধনা করতে হবে।

এ কথাগুলোই আল্লাহ্ সুরা নিসার ৯৭ নং আয়াতে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। কথাগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই সহজে বোঝানোর জন্যে আল্লাহ্ তা ফেরেশতা ও মানুষের মধ্যে কথোপকথনের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। আয়াতটি হচ্ছে–

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ ۖ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ۚ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا . إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا .

অনুবাদ : নিশ্চয় নিজেদের মনের ওপর জুলুমকারীদের (মনের বিরুদ্ধে গুনাহের কাজ করা মু'মিনদের) প্রাণ হরণকালে ফেরেশতাগণ বলে– তোমরা কী অবস্থায় ছিলে? তারা বলে– পৃথিবীতে আমরা অসহায় ছিলাম। তারা (ফেরেশতারা) বলে– আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যেখানে তোমরা হিজরাত করতে পারতে? তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম। আর তা কতই না মন্দ আবাস! তবে যেসব (প্রকৃত) অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশু (হিজরাতের জন্য) কোনো উপায় খুঁজে পায় না এবং কোনো পথও পায় না (তাদের কথা ভিন্ন)।
(সুরা নিসা/৪ : ৯৭-৯৮)

ব্যাখ্যা : অনৈসলামিক সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে বসবাস করার কারণে, মনকে কষ্ট দিয়ে (আত্মার ওপর জুলুম করে) নানা অনৈসলামিক কাজ করেছে বা সহ্য করেছে এমন মুসলিমদের মৃত্যুর সময় ফেরেশতারা জিজ্ঞাসা করবে– 'মনের কী অবস্থা নিয়ে তোমরা তোমাদের জন্মভূমিতে ছিলে?' মনের প্রতি জুলুমকারী মুসলিমরা বলবে, 'আমরা দুর্বল ছিলাম, তাই মনের প্রতি জুলুম করে আমরা আমাদের বাসস্থানে ছিলাম।' তখন ফেরেশতারা বলবে, 'আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না, যেখানে তোমরা হিজরত করতে পারতে?' অর্থাৎ আল্লাহর দুনিয়ায় কি এমন জায়গা ছিল না, যেখানে ইসলাম বিজয়ী ছিল বা যেখানে গিয়ে তোমরা ইসলামকে বিজয়ী করতে পারতে এবং মনের প্রশান্তি নিয়ে পরিপূর্ণভাবে ইসলাম পালন করতে পারতে? এরপর জানানো হয়েছে এই অপরাধের জন্যে তাদের পরিণাম হচ্ছে জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত খারাপ জায়গা। কুরআন আরও বলছে, ঐ শাস্তি থেকে বাঁচতে পারবে কেবল তারাই, যাদের ভিটে-মাটি ছেড়ে অন্য জায়গায় যাওয়ার মতো শারীরিক শক্তি, সামর্থ, সহায় সম্পদ ইত্যাদি ছিল না।

কী পরিষ্কার কুরআনের কথা! আর রসূল (স.) কুরআনের এই আয়াতের প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে আমাদের দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, আজ অধিকাংশ মুসলিম অনৈসলামিক সমাজ বা নামধারী মুসলিম সমাজে বসবাস করে ঐ সমাজ যতটুকু অনুমতি দিচ্ছে শুধু ততটুকু ইসলাম পালন করে খুশী থাকছে। আর ভাবছে এভাবে ইসলাম পালন করে তারা পরকালে শান্তিতে থাকবে। কুরআনের সুস্পষ্ট বক্তব্যের কী উপেক্ষা! তাই না?

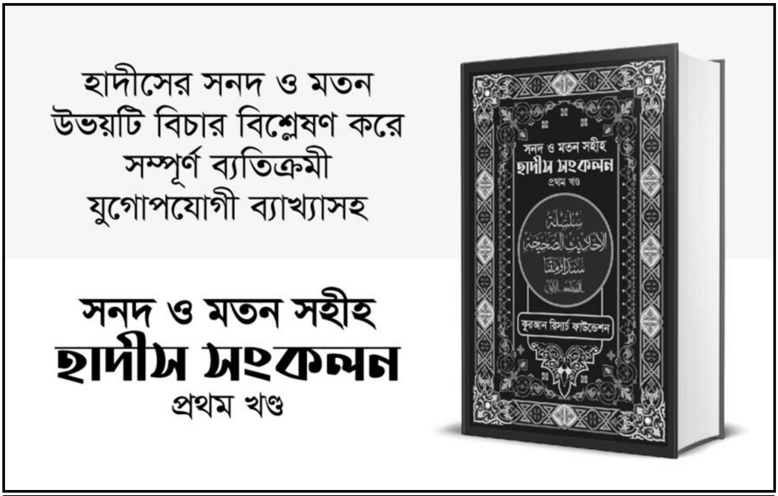

মুহাম্মাদ (স.)-এর 'সঠিক অনুসরণ' বোঝার মাপকাঠি

রসূল মুহাম্মাদ (স.)-কে অনুসরণ করা সকল মুসলিমের জন্য ফরজ (অবশ্য করণীয়)। এ তথ্যটি বর্তমান বিশ্বের প্রায় সকল মুসলিম জানে। রসূল (স.)-এর অনুসরণের অর্থ হলো তাঁর কথা, কাজ ও অনুমোদনের অনুসরণ। রসূল (স.)-এর কথা, কাজ ও অনুমোদনের নির্ভুল রূপ হলো সুন্নাহ। বর্তমান বিশ্বের মুসলিমনগণ মুহাম্মাদ (স.)-এর অনুসরণ করা তথা সুন্নাহর অনুসরণ করা নিয়ে নানা উপদলে বিভক্ত। আবার প্রত্যেক উপদলই প্রচার করে, তারাই সঠিকভাবে রসূল (স.)-কে অনুসরণ করছে। অন্যরা গোমরাহ। এতে করে ইসলাম বা মুসলিমদের দুটো বিরাট ক্ষতি হচ্ছে–

১. সাধারণ মুসলিম, যাদের কুরআন ও হাদীস সম্বন্ধে তেমন জ্ঞান নেই তারা কোন উপদলের অনুসরণ করবে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে ভীষণ দ্বন্দ্বে পড়ে যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা ভুল ব্যক্তি বা দলকে সঠিক ধরে নিয়ে তাদের অনুসরণ করে। ফলে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

২. ইসলাম বিরোধী শক্তি যে উপদলের বর্ণিত ইসলাম অনুসরণ করলে তাদের অনৈসলামিক কাজ চালিয়ে যেতে সুবিধা হবে বলে বুঝতে পারে, সেই উপদলের ইসলামকে বেশি করে প্রচার করে এবং সাধারণ মুসলিমদেরও তাদের অনুসরণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে।

ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার জন্যে মহাক্ষতিকর এ দুটো ব্যাপার এড়ানো সম্ভব হতো যদি– রসূল মুহাম্মাদ (স.) তথা সুন্নাহর অনুসরণ করা সঠিক হচ্ছে কি না তা সহজে বুঝা যায় এমন কোনো মাপকাঠি পাওয়া যেত। একদিকে সকল মুসলিম সেই মাপকাঠির মাধ্যমে নিজের সুন্নাহর অনুসরণ করা সঠিক হচ্ছে কি না তা মাপতে পারত। অন্যদিকে সাধারণ মুসলিমরা বিচার করতে পারত, সমাজে উপস্থিত থাকা বিভিন্ন উপদলের মধ্যে কোন উপদল সত্যিকার সুন্নাহর অনুসরণ করছে। ফলে তারা অনুসরণের ব্যাপারে সঠিক ব্যক্তি বা দলকে বাছাই করতে পারত। আর এর ফল স্বরূপ ব্যক্তি ও জাতির ব্যাপক কল্যাণ হতো। তাই রসূল মুহাম্মাদ (স.) তথা সুন্নাহর অনুসরণ সঠিক হচ্ছে কি না তা বোঝার মাপকাঠি কী হবে তা জাতির সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরাই বর্তমান লেখার এ অংশের উদ্দেশ্য।

আমরা এখন আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎসের ভিত্তিতে মুহাম্মাদ (স.)-এর ‘সঠিক অনুসরণ’ বোঝার মাপকাঠি জানার চেষ্টা করবো–

Common sense

Common sense অনুযায়ী একটি বিষয়কে কোনো জিনিস মাপার মাপকাঠি হতে হলে বিষয়টিকে নিম্নের শর্তগুলো পুরণ করতে হবে–

১. বিষটিকে ঐ ধরনের সকল জিনিসের মাপকাঠি হওয়ার মতো যোগ্যতা থাকতে হবে। কিছুর জন্য যোগ্য এবং কিছুর জন্য যোগ্য নয় এমন হলে চলবে না।

২. যে জিনিসকে মাপা হবে মাপকাঠিটি সেই জিনিসের কোনো একটি কাজ বা অংশ হতে পারবে না। অন্যকথায় মাপকাঠিকে এমন বিষয় হতে হবে যা দিয়ে মাপতে চাওয়া জিনিসটিকে সামগ্রিকভাবে মাপা যায়। কারণ, কোনো জিনিসের একটি কাজ বা একটি অংশ দিয়ে পুরো জিনিসটি সম্পর্কে যথাযথ ধারণা পাওয়া যায় না।

৩. অধিক ভালো মাপকাঠি হবে সে বিষয়টি যা দিয়ে সকলে, সহজে মাপতে চাওয়া জিনিসটিকে মাপতে পারে। এটি না হলে মাপকাঠিকে সকলে ব্যবহার করতে পারবে না।

উদাহরণ স্বরূপ যেকোনো দেশের স্কুলের মান যাচাইয়ের মাপকাঠি হওয়ার বিষয়টিকে পর্যালোচনা করা যায়। একটি বিষয় কোনো দেশের স্কুলের মান মাপার মাপকাঠি হতে হলে বিষয়টিকে নিম্নের শর্তগুলো পুরণ করতে হবে–

১. বিষয়টির ঐ দেশের সকল স্কুলের মান যাচাইয়ের মাপকাঠি হওয়ার মতো যোগ্যতা থাকতে হবে। কিছু স্কুলের জন্য যোগ্য এবং কিছুর জন্য যোগ্য নয় এমন হলে চলবে না।

২. বিষয়টি স্কুলের পাঠ দানের কোনো একটি বিষয়ের ফলাফল হলে চলবে না। অন্যকথায় মাপকাঠিকে এমন বিষয় হতে হবে যা দিয়ে একটি স্কুলকে সামগ্রিকভাবে মাপা যায়। কারণ, একটি বিষয়ের ফলাফলের মাধ্যমে পুরো স্কুলকে মাপা যায় না। যেমন– একটি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের অংকের মার্ক, স্কুলটিকে যাচাইয়ের মাপকাঠি হবে না। কারণ, অংকে ভালো হলেও অন্য বিষয়ে ঐ স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা ভালো নাও হতে পারে। তাই, মাপকাঠিটি হতে হবে এমন কিছু যা দিয়ে স্কুলটিকে সামগ্রিকভাবে মাপা যায়। যেমন– S.S.C পরীক্ষায় পাশের হার, গোল্ডেন এ প্লাস পাওয়ার হার ইত্যাদি।

৩. স্কুলের মান যাচাইয়ের অধিক ভালো মাপকাঠি হবে সে বিষয়টি যা দিয়ে সকলে, সহজে যেকোনো স্কুলকে মাপতে পারে। যেমন– S.S.C পরীক্ষায় পাশের হার, গোল্ডেন এ প্লাস পাওয়ার হার ইত্যাদি। এগুলো দিয়ে একটি স্কুলকে যে কেউ মাপতে পারে।

তাই Common sense অনুযায়ী যে বিষয়টি রসূল মুহাম্মাদ (স.)-কে সঠিকভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে কি না তা বোঝার মাপকাঠি হবে তাকে নিম্নের শর্তগুলো পুরণ করতে হবে–

১. বিষয়টি দিয়ে মুহাম্মাদ (স.)-সহ সকল নবী-রসূলকে মাপার মতো যোগ্যতা থাকতে হবে। অন্যকথায় বিষয়টি সকল নবী-রসূলের জীবনে উপস্থিত থাকতে হবে বা ঘটতে হবে।
২. বিষয়টি নবী-রসূলগণের করণীয় কোনো আমল, যেমন– সালাত, যাকাত, সিয়াম, খাওয়া, বিশ্রাম, বিবাহ ইত্যাদি হবে না। কারণ, একটি আমল দেখে ব্যক্তি পুরোপুরি ও যথাযথভাবে মুহাম্মাদ (স.)-কে অনুসরণ করছে কি না তা বুঝা যাবে না।
৩. মুহাম্মাদ (স.)-এর অনুসরণ সঠিক হচ্ছে কি না তা মাপার অধিক ভালো মাপকাঠি হবে সে বিষয়টি যা দিয়ে সকলে, সহজে নিজেকে বা অপরকে মাপতে পারে।

চলুন এখন Common sense-এর আলোকে পর্যালোচনা করা যাক, ওপরে উল্লিখিত শর্তগুলো পুরণ করে রসূল মুহাম্মাদ (স.)-এর ‘সঠিক অনুসরণ’ বোঝার মাপকাঠি কী হবে।

পূর্বেই আমরা জেনেছি রসূল মুহাম্মাদ (স.)-সহ সকল নবী-রসূলকে দুনিয়ায় প্রেরণের উদ্দেশ্য হলো– মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য (কুরআনকে সকল জ্ঞানের নির্ভুল ও পরিপূর্ণ উৎস এবং মানদণ্ড হিসেবে বিশ্বাস ও মান্য করে জন্মগতভাবে জানা সকল ন্যায় কাজ বাস্তবায়ন ও অন্যায় কাজ প্রতিরোধের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করা) বাস্তবায়ন করে দুনিয়ার মানুষকে দেখিয়ে দেওয়া। এটি করার একমাত্র উপায় হলো– সমাজ বা দেশে ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। মুহাম্মাদ (স.) এটি বাস্তবে করে দুনিয়ার মানুষকে দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন।

কুরআনকে সকল জ্ঞানের নির্ভুল ও পরিপূর্ণ উৎস এবং মানদণ্ড হিসেবে বিশ্বাস ও মান্য করে জন্মগতভাবে জানা সকল ন্যায় কাজ বাস্তবায়ন ও অন্যায় কাজ প্রতিরোধ তথা কুরআনে বর্ণিত সকল ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে গেলে, যারা নিজেদের ব্যক্তিগত বা সামাজিক সুবিধার জন্যে ঐ

অন্যায়গুলো করছে বা প্রতিষ্ঠা করে রেখেছে, তারা অবশ্যই বাধা দেবে। আর প্রত্যেক অনৈসলামিক সমাজে ঐ ধরনের লোক সবসময় থাকে। এদেরকে কায়েমী স্বার্থবাদী লোক বলে। তাই সহজেই বলা যায়, মানুষ সৃষ্টির আল্লাহর উদ্দেশ্য যে কেউই বাস্তবায়ন করতে যাক না কেন, তাকে অবশ্যই কায়েমী স্বার্থবাদী লোকদের থেকে প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হবে।

মুহাম্মাদ (স.)-সহ সকল নবী-রসূল (আ.) নিশ্চয়ই তাদের প্রেরণের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করেছিলেন। তাই Common sense-এর আলোকে সহজেই বলা যায় যে– মুহাম্মাদ (স.)-সহ সকল নবী-রসূল (আ.)-কে প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। আর প্রতিরোধ মুহাম্মাদ (স.)-সহ কোনো নবী-রসূল (আ.)-এর করণীয় কাজ (আমল) ছিল না। আবার প্রতিরোধের আলোকে কাউকে মাপাও সহজ।

তাহলে দেখা যায় 'প্রতিরোধ' হলো এমন একটি বিষয় যা মুহাম্মাদ (স.)-এর 'সঠিক অনুসরণ' বোঝার মাপকাঠি শুধু নয়, ভালো মাপকাঠি হওয়ার শর্ত পূরণ করতে পারে। তাই Common sense-এর আলোকে 'প্রতিরোধ' হবে মুহাম্মাদ (স.)-এর 'সঠিক অনুসরণ' বোঝার মাপকাঠি। অর্থাৎ প্রতিরোধ আসলে বুঝতে হবে অনুসরণ সঠিক হচ্ছে। আর প্রতিরোধ না আসলে বুঝতে হবে অনুসরণ সঠিক হচ্ছে না। প্রতিরোধের অন্তর্ভুক্ত হবে– গালা-গালি, অত্যাচার-নির্যাতন, জেল-জুলম, দেশ থেকে বহিষ্কার, হত্যা ইত্যাদির যেকোনো একটি বা এগুলোর বিভিন্ন মিশ্রণ।

♣♣ তাহলে ২৩ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী, রসূল মুহাম্মাদ (স.)-এর 'সঠিক অনুসরণ' বোঝার মাপকাঠির বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– 'প্রতিরোধ'। অর্থাৎ গালা-গালি, অত্যাচার-নির্যাতন, জেল-জুলম, দেশ থেকে বহিষ্কার, হত্যা ইত্যাদির যেকোনো একটি বা এগুলোর বিভিন্ন মিশ্রণ।

আল কুরআন

যেকোনো বিষয়ে কুরআন দেখে পড়ে সেখানে থাকা তথ্য খুঁজে বের করতে হলে ঐ বিষয়ের ইসলামের প্রাথমিক রায় তথা Common sense-এর রায় আগে থেকে মাথায় থাকতে হবে। এটি না হলে ঐ বিষয়ে থাকা কুরআনের বক্তব্য চোখে ধরা দেবে না। সুরা হাজ্জের ৪৬ নং আয়াতের এ বক্তব্য এবং 'যারা মু'মিন তারা জানে উদাহরণ হলো তাদের রবের কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা'– সুরা বাকারার ২৬ নং আয়াতের এ বক্তব্য মাথায় রেখে চলুন এখন

মুহাম্মাদ (স.)-এর 'সঠিক অনুসরণ' বোঝার মাপকাঠির বিষয়ে কুরআনের তথ্য খুঁজে বের করার চেষ্টা করা যাক–

তথ্য-১.১

পূর্বোল্লিখিত সুরা তাওবার ৩৩ নং ও সুরা ছফের ৯ নং আয়াতের প্রথম অংশে রসূল পাঠানোর উদ্দেশ্য বর্ণনা করার পর আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে–

وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ

অনুবাদ : যদিও (কাফির ও মু'মিন) মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।

ব্যাখ্যা : এ কথার মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন– মুহাম্মাদ (স.)-সহ যে কোনো নবী-রসূল (আ.) তাঁদের প্রেরণের উদ্দেশ্য (জীবন-ব্যবস্থায় যত অঙ্গন তথা দিক থাকে তার সকল দিকে ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার আদেশ, নিষেধ ও উপদেশ ও শিক্ষাকে বিজয়ী করা) বাস্তবায়ন করে সফল হোক এটি কাফির ও মু'মিন মুশরিকরা পছন্দ করে না। যারা যা অপছন্দ করে তারা সেটিকে প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করবে এটিই স্বাভাবিক।

সুতরাং আল্লাহ্ এ দুটি আয়াতের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে– মুহাম্মাদ (স.)-সহ সকল নবী-রসূল (আ.)-কে তাঁদের প্রেরণের উদ্দেশ্য সাধন করতে গিয়ে বিরোধীদের প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছে।

তথ্য-১.২

يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ۚ مَا يَأْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ.

অনুবাদ : আফসোস! বান্দাদের জন্য। তাদের কাছে যখনই কোনো রসূল এসেছে, তখনই তারা তাকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেছে।

(সুরা ইয়াসিন/৩৬ : ৩০)

ব্যাখ্যা : এ আয়াত থেকে প্রত্যক্ষভাবে জানা যায়– সকল 'রসূল'-এর জীবনে ঠাট্টা-বিদ্রুপ তথা প্রতিরোধ এসেছে।

তথ্য-১.৩

وَمَا يَأْتِيْهِمْ مِّنْ نَّبِيٍّ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ

অনুবাদ : আর তাদের কাছে এমন কোনো নবী রসূল আসেনি যাকে তারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেনি।

(সুরা যুখরুফ/৪৩ : ৭)

ব্যাখ্যা : এ আয়াত থেকে প্রত্যক্ষভাবে জানা যায়– সকল নবীর জীবনে ঠাট্টা-বিদ্রুপ তথা প্রতিরোধ এসেছে।

সম্মিলিত শিক্ষা

এ তিনটি তথ্যের আয়াতগুলো থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জানা যায় যে– সকল নবী ও রসূলের জীবনে 'প্রতিরোধ' এসেছিল। তবে সে প্রতিরোধের ধরন বিভিন্ন নবী বা রসূলের জন্য বিভিন্ন ছিল।

তথ্য-২.১

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا كُتِبَ عَلَيۡكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيۡنَ مِنۡ قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُوۡنَۙ.

অনুবাদ : হে যারা ঈমান এনেছো! তোমাদের ওপর সিয়াম ফরজ করা হলো যেমন তা ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর, যাতে (তা থেকে শিক্ষা নিয়ে) তোমরা (বিশেষ ধরনের) আল্লাহ-সচেতন মানুষ হতে পারো।

(সুরা বাকারা/২ : ১৮৩)

ব্যাখ্যা : এ আয়াত থেকে জানা যায়– সকল নবী-রসূল (আ.) সিয়াম পালন করেছেন।

তথ্য-২.২

اِنَّنِيۡۤ اَنَا اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعۡبُدۡنِيۡ ۙ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكۡرِيۡ.

অনুবাদ : নিশ্চয় আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, অতএব (হে মুসা) আমার দাসত্ব করো এবং আমার যিক্র-এর লক্ষ্যে সালাত প্রতিষ্ঠা করো।

(সুরা ত্বাহা/২০ : ১৪)

ব্যাখ্যা : এ আয়াত থেকে জানা যায়– মূসা (আ.) তথা অন্য নবী-রসূল (আ.)-ও সালাত পালন করেছেন।

তথ্য-২.৩

وَّجَعَلَنِيۡ مُبٰرَكًا اَيۡنَ مَا كُنۡتُ ۖ وَاَوۡصٰنِيۡ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمۡتُ حَيًّا ۖ.

অনুবাদ : আমি (ঈসা আ.) যেখানেই থাকি না কেন তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন, আর আমি যতদিন জীবিত থাকবো তিনি আমাকে সালাত ও যাকাতের নির্দেশ দিয়েছেন।

(সুরা মারিয়াম/১৯ : ৩১)

ব্যাখ্যা : এ আয়াত থেকে জানা যায়– ঈসা (আ.) তথা অন্য নবী-রসূল (আ.)-ও সালাত ও যাকাত আদায় করেছেন।

সম্মিলিত শিক্ষা

এ তিনটি তথ্যের আয়াতগুলো থেকে প্রত্যক্ষভাবে জানা যায় যে– সকল নবী ও রসূলের জীবনে সালাত, যাকাত ও সিয়াম ছিল।

♠♠ আল কুরআনের এ সকল আয়াত থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায়– মুহাম্মাদ (স.)-সহ সকল নবী ও রসূলের জীবনে 'প্রতিরোধ' এবং 'সালাত, যাকাত ও সিয়াম' ছিল।

সালাত, যাকাত ও সিয়াম মুহাম্মাদ (স.)-সহ সকল নবী-রসূল (আ.)-এর করণীয় কাজ ছিল। কিন্তু প্রতিরোধ তাদের করণীয় কোনো কাজ নয়। পূর্বেই আমরা জেনেছি একটি বিষয় কোনো জিনিসের মাপকাঠি হওয়ার একটি মৌলিক শর্ত হলো– বিষয়টি ঐ জিনিসের করণীয় কোনো কাজ হতে পারবে না। তাই মাপকাঠি হওয়ার শর্তের আলোকে বলা যায়– সালাত, যাকাত ও সিয়াম তথা উপাসনা ধরনের ইবাদাত মুহাম্মাদ (স.)-এর 'সঠিক অনুসরণ' বোঝার মাপকাঠি হতে পারবে না। মুহাম্মাদ (স.)-এর 'সঠিক অনুসরণ' বোঝার মাপকাঠি হবে 'প্রতিরোধ'। এ তথ্যটি একসাথে কুরআন জানিয়ে দিয়েছে এভাবে–

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ؕ مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَآءُ وَالضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ؕ اَلَآ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ .

অনুবাদ : তোমরা কি ধারণা করেছো যে, তোমরা (এমনিতে) জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ তোমাদের ওপর তোমাদের পূর্ববর্তীদের অনুরূপ উদাহরণ এখনও আসেনি। তাদের ওপর নেমে এসেছিল বিপদ ও দুঃখ-কষ্ট এবং তারা (কষ্টে) এমনভাবে প্রকম্পিত হয়েছিল যে স্বয়ং রসূল এবং তাঁর সাথে থাকা মু'মিনগণ বলে উঠেছিল, আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? (তখন তাদের বলা হয়েছিল) জেনে রেখো, নিশ্চয় আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে।

(সুরা বাকারা/২ : ২১৪)

আয়াতটির অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

'এখনও তো তোমাদের ওপর পূর্ববর্তীদের অনুরূপ উদাহরণ উপস্থিত হয়নি' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : এ বক্তব্য থেকে জানা যায় মুহাম্মাদ (স.) ও তাঁর সাহাবীগণের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন তথা 'প্রতিরোধ' এসেছিল। আর তাঁরা যখন অত্যাচার-নির্যাতনে অধৈর্য্য হয়ে উঠেছিলেন তখন আল্লাহ তাদের বলেছেন, তোমরা এতটুকু প্রতিরোধে অধৈর্য্য হয়ে গেছ অথচ এখনও তোমাদের ওপর পূর্ববর্তীদের মতো কঠিন অত্যাচার-নির্যাতন উপস্থিত হয়নি।

‘তাদেরকে অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়নে এমনভাবে জর্জরিত করা হয়েছিল যে, শেষ পর্যন্ত তদানীন্তন রসূল এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীগণ আর্তনাদ করে বলেছিল– আল্লাহর সাহায্য কবে আসবে?’ অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : এখান থেকে জানা যায় পূর্বের সকল নবী-রসূল ও তাঁদের অনুসারীগণকে অবর্ণনীয় অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন তথা ‘কঠোর প্রতিরোধ’ ভোগ করতে হয়েছিল।

‘তোমরা কি মনে করেছো যে, অতি সহজে জান্নাতে চলে যাবে?’ অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : এখানে মুহাম্মাদ (স.)-এর সাহাবীগণকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, অতি সহজে জান্নাতে যাওয়া যাবে না। এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে– মুহাম্মাদ (স.)-এর সকল সাহাবী সালাত, যাকাত, সিয়াম ইত্যাদি আমল সঠিকভাবে পালন করতেন। তাই এখান থেকে জানা যায়– শুধুমাত্র সালাত, যাকাত, সিয়াম ইত্যাদি আমল পালন করে কেউ জান্নাত পাবে না।

মুহাম্মাদ (স.)-এর অনুসরণ যার সঠিক হবে সে জান্নাত পাবে, এটি নিশ্চয়তা দিয়ে বলা যায়। সালাত, যাকাত, সিয়াম ইত্যাদি মুহাম্মাদ (স.)-এর সঠিক অনুসরণ বোঝার মাপকাঠি হলে এ আমলগুলো পালন করলে অবশ্যই জান্নাত পাওয়া যেতো। তাই এ আয়াত থেকে জানা যায়–

১. সালাত, যাকাত, সিয়াম ইত্যাদি তথা উপাসনামূলক কোনো ইবাদাত মুহাম্মাদ (স.)-এর সঠিক অনুসরণ বোঝার মাপকাঠি হবে না।
২. মুহাম্মাদ (স.)-এর সঠিক অনুসরণ বোঝার মাপকাঠি হবে ‘প্রতিরোধ’। তবে সে প্রতিরোধের ধরন পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন ব্যক্তির জন্য বিভিন্ন হবে।

♣♣ তাহলে দেখা যায়– আলোচ্য বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই, ২৩ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী ঐ প্রাথমিক সিদ্ধান্তটিই হবে এ বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায়। তাই, ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– রসূল মুহাম্মাদ (স.)-কে সঠিকভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে কি না তা বোঝার মাপকাঠি হবে ইসলাম বিরোধীদের কাছ থেকে আসা ‘প্রতিরোধ’ তথা গালা-গালি, অত্যাচার-নির্যাতন, জেল-জুলম, দেশ থেকে বহিষ্কার, হত্যা ইত্যাদির যেকোনো একটি বা এগুলোর বিভিন্ন মিশ্রণ। অর্থাৎ ‘প্রতিরোধ’ আসলে বুঝতে হবে– রসূল মুহাম্মাদ (স.)-কে সঠিকভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে। আর প্রতিরোধ না আসলে বুঝতে হবে– রসূল মুহাম্মাদ (স.)-কে সঠিকভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে না।

আল হাদীস

রসূল মুহাম্মদ (স.)-এর জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়– নবুওয়াত প্রাপ্তির আগে ৪০টি বছর তিনি কাটিয়েছেন তখনকার যুগের পৃথিবীর সব থেকে অসভ্য সমাজের মধ্যে। মক্কায় তখনকার সমাজ কেমন অসভ্য ছিল, তা বোঝার জন্যে তাদের জীবন্ত মেয়ে সন্তানদের কবর দেওয়ার বিষয়টাই যথেষ্ট। এই অসভ্য সমাজের মধ্যে থেকেও নবুওয়াতপূর্ব রসূলের জীবন ছিল পূত পবিত্র। সব দিক থেকে তিনি এমন ভালো মানুষ ছিলেন যে– লোকেরা তাঁকে 'আল আমিন' (বিশ্বাসী) উপাধি দিয়েছিল।

এই অতি ভালো মানুষটি নবুওয়াত পেয়ে যে দিন থেকে ইসলামের দাওয়াত দিতে আরম্ভ করলেন, সে দিন থেকেই মক্কার কাফিররা তাঁকে নানাভাবে অত্যাচার-নির্যাতন তথা প্রতিরোধ করতে আরম্ভ করলো। নবুওয়াত প্রাপ্তির পর ১৩টি বছর তিনি মক্কায় ইসলাম প্রচার করেছেন। ইতিহাস সাক্ষী, ঐ ১৩ বছরে রসূল (স.) ও তাঁর সাহাবীগণ ইসলামের বিধি-বিধান মানার ব্যাপারে কোনো রকম জোর-জবরদস্তি করেননি এবং মক্কার কাফিররা যে সমস্ত অন্যায় ও অনৈসলামিক কাজ করতো তা বন্ধের জন্যেও কোনো রকম বল প্রয়োগ করেননি। এরপরও রসূল (স.) ও তাঁর সাহাবীদের ওপর যে অত্যাচারের স্টিমরোলার চালানো হয়েছিল, তার বর্ণনা পড়লে শরীর শিহরিত হয়ে ওঠে। কেন মক্কার কাফিররা রসূল (স.) ও তাঁর সাহাবীগণকে (যারা সর্ব দিক দিয়ে অত্যন্ত ভালো মানুষ ছিলেন) এতো কঠোরভাবে প্রতিরোধ করলো? এর কারণ হচ্ছে– তারা কালেমা তায়্যিবার (যেটা বুঝে পড়ে ও মেনে নিয়ে মুসলিম হতে হয়) অন্তর্নিহিত অর্থ ও কুরআনের নাযিল হওয়া সুরাগুলো থেকে বুঝতে পারছিল যে, মুহাম্মাদ (স.)-কে পাঠানো হয়েছে ইসলামকে সমাজ বা দেশে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। আর তা যদি হয়ে যায়, তবে তারা নিজেদের সুবিধার জন্য যে সব অন্যায়-অত্যাচার, অবিচার ও মানবসভ্যতা ধ্বংসমূলক কাজ করছে তা সব বন্ধ হয়ে যাবে।

কঠোর নির্যাতন-নিপীড়ন সহ্য করে রসূল (স.) মক্কায় ইসলাম প্রচারের কাজ করে যাচ্ছিলেন। এভাবে ১৩টি বছর চলে যাওয়ার পর আল্লাহর নির্দেশে তিনি প্রাণপ্রিয় জন্মভূমি ছেড়ে মদিনায় চলে যান। মদিনায় গিয়ে রসূল (স.) প্রথমেই ইসলামকে সেখানকার সমাজে বিজয়ী শক্তি হিসেবে ঘোষণা করে একটি ছোট্ট ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং রসূল হিসাবে নিজেই সেই রাষ্ট্রের কর্ণধারের দায়িত্ব নেন। মদীনার ১০ বছরের জীবনেও তাকে অত্যাচার-নির্যাতনসহ চাপিয়ে দেওয়া অনেক যুদ্ধের মোকাবিলা করতে হয়েছে।

♣♣ তাহলে বাস্তবেও দেখা যায় যে, মুহাম্মাদ (স.)-এর জীবনেও শত্রুদের কাছ থেকে কঠোর প্রতিরোধ এসেছে। তাই, বিরোধীদের কাছ থেকে আসা অত্যাচার-নির্যাতন তথা প্রতিরোধ হবে রসূল মুহাম্মাদ (স.)-এর 'সঠিক অনুসরণ' বোঝার মাপকাঠি– এ বিষয়টি সুন্নাহও সমর্থন করে।

প্রতিরোধের ধরনসমূহ

ইসলাম বিরোধীদের কাছ থেকে নবী-রসূলগণের প্রতি আসা প্রতিরোধ ছিল বিভিন্ন ধরনের। যেমন– কাউকে হত্যা করা হয়েছিল, কাউকে নির্যাতন করা হয়েছিল, কাউকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল, কাউকে তিরস্কার করা হয়েছিল, কাউকে গালাগালি করা হয়েছিল, কাউকে অন্যভাবে প্রতিরোধ করা হয়েছিল। তাই প্রতিরোধ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন– হত্যা, নির্যাতন, দেশ থেকে বহিষ্কার, নাগরিত্ব হরণ, গালাগালী, জীবন পরিচালনার কর্মকাণ্ডে নানা ধরনের বাধা ইত্যাদি। আর সকল ধরনের প্রতিরোধই এক ব্যক্তির প্রতি আসতে হবে এমনটিও নয়। এক ধরনের প্রতিরোধ একজনের প্রতি এবং অন্য ধরনের প্রতিরোধ অন্য জনের প্রতি আসতে পারে।

প্রতিরোধ যাদের কাছ থেকে অবশ্যই আসবে বা আসতে হবে

এ পর্যায়ে এসে মনে প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যে– প্রতিরোধ কাদের কাছ থেকে আসবে। এর উত্তর পাওয়া ও বুঝা কোন কঠিন ব্যাপার নয়। ইসলাম বিজয়ী হলে সমাজ, দেশ বা পৃথিবীর যাদেরই স্বার্থের হানি হবে তাদের কাছ থেকে অবশ্যই প্রতিরোধ আসবে। এদেরকে কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী বলা হয়। আর যে গোষ্ঠীর যে পরিমাণ ক্ষতি হবে তার কাছ থেকে সে পরিমাণই প্রতিরোধ আসবে। তাই প্রতিরোধ অবশ্যই সকল কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর কাছ থেকে আসবে বা আসতে হবে। আর ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় নবী-রসূলদের প্রতি প্রতিরোধ বেশি এসেছিল, নিম্নের গোষ্ঠী বা শক্তিগুলোর সকলের কাছ থেকে (দু'একটি থেকে নয়)–

১. প্রতিষ্ঠিত ভ্রান্ত ধর্মীয় শক্তি

সকল সমাজে কোনো না কোনো ধর্মীয় শক্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে। যে সমাজে ইসলাম বিজয়ী শক্তি হিসেবে নেই, সেখানে ভ্রান্ত ইসলামী শক্তি কোনো না কোনোভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে। এই ভ্রান্ত ইসলামী শক্তির কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি প্রতিরোধ আসে। এই শক্তির একটা বিশেষ ক্ষতিকর দিক হলো– তারা ইসলামের নামেই কথা বলে তাই সাধারণ মানুষ তাদের কথা সহজে গ্রহণ করে। আর চিরসত্য একটা

কথা হলো– যে ভুল জানে তাকে সঠিক কথা গ্রহণ করানো, যে জানে না তাকে গ্রহণ করানোর চেয়ে অনেক কঠিন।

২. অনৈসলামী রাজনৈতিক শক্তি

ইসলাম বিজয়ী হলে সমাজ, দেশ বা পৃথিবীর অনৈসলামী রাজনৈতিক শক্তি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই এ বিভাগ থেকেও ব্যাপক প্রতিরোধ আসে বা আসবে।

৩. অনৈসলামী অর্থনৈতিক শক্তি

অনৈসলামিক পদ্ধতিতে ব্যাবসা-বাণিজ্য করে যারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ইসলাম বিজয়ী হলে তাদেরও স্বার্থের যথেষ্ট হানি ঘটবে। তাই তারাও প্রতিরোধে নেমে পড়বে।

৪. অনৈসলামী সাংস্কৃতিক শক্তি

ইসলাম বিজয়ী হলে অনৈসলামী সাংস্কৃতিক চর্চা বন্ধ হয়ে যাবে। তাই এ শক্তির কাছ থেকেও যথেষ্ট প্রতিরোধ আসে বা আসবে।

মনে রাখতে হবে, এ চারটি গোষ্ঠীর সকলের কাছ থেকে প্রতিরোধ আসতে হবে। একটি বা দু'টি থেকে আসলে সেটি অবশ্যই রসূল মুহাম্মাদ (স.)-এর সঠিক অনুসরণ হচ্ছে কি না তা বোঝার মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না।

আদম (আ.) ও সুলায়মান (আ.)-এর ওপর প্রতিরোধ এসেছিল কি না

মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, আদম (আ.)-এর সময় তেমন মানুষ ছিল না। তাই তাঁর প্রতি কি প্রতিরোধ এসেছিল? আর সুলায়মান (আ.)-কে আল্লাহই শাসন ক্ষমতা দিয়েছিলেন। তাই তাঁর প্রতি কীভাবে প্রতিরোধ এসেছিল?

পূর্বেই বলা হয়েছে, প্রতিরোধ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। হত্যা, শারীরিক নির্যাতনই শুধু প্রতিরোধ নয়। গালাগালিও প্রতিরোধ। আদম (আ.)-এর এক ছেলে (কাবিল) দুষ্ট ছিল। তাই, তার ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনী বা তার পরের স্তরের কোনো ব্যক্তি আদম (আ.)-কে গালাগালিও দেননি, এটি গ্রহণযোগ্য কথা হবে কি? আর সুলায়মান (আ.) আল্লাহর মাধ্যমে শাসন ক্ষমতা পেলেও তার রাষ্ট্রের কেউ তাকে গালাগালিও দেয়নি এটিও গ্রহণযোগ্য কথা হতে পারে না।

রসূল মুহাম্মাদ (স.)-এর ‘সঠিক অনুসরণ’ বোঝার মাপকাঠি সম্বন্ধে ইসলামের সার্বিক চূড়ান্ত রায়

এ পর্যন্ত আলোচনা হতে কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর আলোকে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে–

১. রসূল মুহাম্মাদ (স.)-এর ‘সঠিক অনুসরণ’ বোঝার মাপকাঠি হলো– বিরোধীদের কাছ থেকে আসা অত্যাচার-নির্যাতন তথা ‘প্রতিরোধ’। অর্থাৎ প্রতিরোধ আসলে বুঝতে হবে রসূল (স.)-কে সঠিকভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে। আর প্রতিরোধ না আসলে বুঝতে হবে আনুসরণ সঠিক হচ্ছে না।

২. প্রতিরোধ আসতে হবে সকল ধরনের কায়েমী স্বার্থবাদীদের কাছ থেকে। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত অনৈসলামী রাজনৈতিক শক্তি, প্রতিষ্ঠিত ভ্রান্ত ধর্মীয় শক্তি, প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক শক্তি ও প্রতিষ্ঠিত সাংস্কৃতিক শক্তি -এদের সকলের কাছ থেকে। দু’এক বিভাগের কাছ থেকে আসলে চলবে না।

৩. প্রতিরোধের ধরন বিভিন্ন জনের জন্য বিভিন্ন হবে।

মুসলিমদের হারিয়ে যাওয়া মৌলিক শতবার্তা

মুসলিম জাতির হারিয়ে যাওয়া
জীবন ঘনিষ্ঠ মৌলিক একশত বার্তা
ও **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**-এর
গবেষণা সিরিজগুলোর
মূল শিক্ষাসমূহ সংক্ষেপে ও সহজে
উপস্থাপিত হয়েছে এ বইয়ে।

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

মুহাম্মাদ (স.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের উপযুক্ত জনশক্তি তৈরির পদ্ধতির বিষয়ে আল-কুরআন

বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাই, আল কুরআনের ৪টি স্থানে মহান আল্লাহ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। স্থান চারটি হলো–

স্থান-১

رَبَّنَا وَابۡعَثۡ فِيۡهِمۡ رَسُوۡلًا مِّنۡهُمۡ يَتۡلُوۡا عَلَيۡهِمۡ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الۡكِتٰبَ وَالۡحِكۡمَةَ وَ يُزَكِّيۡهِمۡ ؕ اِنَّكَ اَنۡتَ الۡعَزِيۡزُ الۡحَكِيۡمُ.

অনুবাদ : হে আমাদের রব! তাদের মধ্য থেকে তাদের কাছে এমন একজন রসূল পাঠান, যিনি তাদেরকে আপনার আয়াত পাঠ করে শুনাবেন, কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দেবেন এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন। নিশ্চয় আপনি মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান। (সুরা বাকারা/২ : ১২৯)

স্থান-২

كَمَاۤ اَرۡسَلۡنَا فِيۡكُمۡ رَسُوۡلًا مِّنۡكُمۡ يَتۡلُوۡا عَلَيۡكُمۡ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيۡكُمۡ وَيُعَلِّمُكُمُ الۡكِتٰبَ وَالۡحِكۡمَةَ وَيُعَلِّمُكُمۡ مَّا لَمۡ تَكُوۡنُوۡا تَعۡلَمُوۡنَ ؕ.

অনুবাদ : যেমন আমরা তোমাদের মাঝে তোমাদের মধ্য থেকে একজন রসূল পাঠিয়েছি, যে তোমাদের কাছে আমার আয়াত পাঠ করে, তোমাদেরকে পরিশুদ্ধ করে, তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দেয় এবং তোমাদেরকে (এমন বিষয়) শিক্ষা দেয় যা তোমরা জানতে না।

(সুরা বাকারা/২ : ১৫১)

স্থান-৩

لَقَدۡ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الۡمُؤۡمِنِيۡنَ اِذۡ بَعَثَ فِيۡهِمۡ رَسُوۡلًا مِّنۡ اَنۡفُسِهِمۡ يَتۡلُوۡا عَلَيۡهِمۡ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيۡهِمۡ وَيُعَلِّمُهُمُ الۡكِتٰبَ وَالۡحِكۡمَةَ ۚ وَاِنۡ كَانُوۡا مِنۡ قَبۡلُ لَفِىۡ ضَلٰلٍ مُّبِيۡنٍ .

অনুবাদ : আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের নিজেদের মধ্য থেকে তাদের কাছে রসূল প্রেরণ করেছেন, যে তাঁর

আয়াতসমূহ তাদের কাছে পাঠ করে, তাদের পরিশুদ্ধ করে এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দেয়, যদিও তারা ইতিপূর্বে স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় ছিল।
(সুরা আলে-ইমরান/৩ : ১৬৪)

স্থান-৪

هُوَ الَّذِىۡ بَعَثَ فِى الۡاُمِّيّٖنَ رَسُوۡلًا مِّنۡهُمۡ يَتۡلُوۡا عَلَيۡهِمۡ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيۡهِمۡ وَيُعَلِّمُهُمُ الۡكِتٰبَ وَالۡحِكۡمَةَ وَاِنۡ كَانُوۡا مِنۡ قَبۡلُ لَفِىۡ ضَلٰلٍ مُّبِيۡنٍ ۙ.

অনুবাদ : তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রসূল পাঠিয়েছেন যিনি তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন, তাদের পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দেন, যদিও তারা এর পূর্বে স্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে ছিল। (সুরা জুমু'য়া/৬২ : ২)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : এ চারটি আয়াতে রসূল (স.)-এর চারটি কাজের কথা বলা হয়েছে। কাজ চারটি হলো–

১. মানুষকে আল্লাহর আয়াত পড়ে শুনানো।
২. মানুষকে পরিশুদ্ধ করা।
৩. মানুষকে কুরআন শিক্ষা দেওয়া।
৪. মানুষকে সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া।

অনেকে অসতর্কভাবে এ আয়াতগুলোতে উল্লেখ থাকা ৪টি কাজকে রসূল (স.)-কে পাঠানোর উদ্দেশ্য হিসেবে ধরে নিয়েছেন এবং শুধু এ ৪টি কাজের একটি বা কয়েকটি করেই তারা নবী-রসূলগণের সঠিকভাবে অনুসরণ করছেন বলে মনে করছেন। কেউ বলছে, আমরা দাওয়াতী কাজের মাধ্যমে রসূল (স.)-কে সঠিকভাবে অনুসরণ করছি, কেউ বলছে শিক্ষা দানের মাধ্যমে আমরা রসূল (স.)-কে সঠিকভাবে অনুসরণ করছি, কেউ বলছে আত্মশুদ্ধির শিক্ষাদানের মাধ্যমে আমরা তা করছি ইত্যাদি।

কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর আলোকে ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি যে– রসূল (স.)-কে প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের জীবনের প্রতিটি দিকে ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার আদেশ, নিষেধ, উপদেশ ও শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠা বা বিজয়ী করা। ইসলাম শাসন ক্ষমতায় না থাকলে এটি হওয়া সম্ভব নয়। তাই, এটি খুবই কঠিন একটি কাজ। সুতরাং এটা করতে গেলে সর্বপ্রথম এ কাজ করার উপযোগী জনশক্তি তৈরি করতে হবে। এ জন্য যে কাজগুলো করতে হবে, মহান আল্লাহ সেটিই এ আয়াতসমূহের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। কাজগুলো হলো–

১. মানুষকে কুরআন পড়ে শুনানো

রসূল (স.)-এর এ কাজের মাধ্যমে মানুষ ইসলামের সকল মৌলিক বিষয় সরাসরি নির্ভুল উৎস কুরআন থেকে জানতে পারতো।

২. মানুষকে পরিশুদ্ধ করা

এ কাজের মাধ্যমে রসূল (স.) মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিক (মন-মগজ, চিন্তা-ভাবনা, উপাসনা, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, পেশাগত, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, আন্তর্জাতিক ইত্যাদি) কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে পরিশুদ্ধ করতেন।

৩. মানুষকে কুরআন শিক্ষা দেওয়া

এ কাজের মাধ্যমে রসূল (স.) কুরআনের যে স্থানগুলোর ব্যাখ্যার প্রয়োজন হতো সেগুলো ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতেন। সে স্থানগুলো খুব বেশি নয়।

৪. মানুষকে হিকমাহ শিক্ষা দেওয়া

সাহাবাগণকে রসুল (স.) হিকমাহ শিক্ষা দিতেন। আয়াত ৪টি থেকে বুঝা যায় এটি কুরআন ও সুন্নাহর বাইরের একটি বিষয়। তাই হিকমাহ বিষয়টি কী তা সকলকে খুব ভালো করে বুঝে নেওয়া দরকার।

❖ 'হিকমাহ' সম্পর্কে কুরআন

তথ্য-১

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا ۗ ... ...

অনুবাদ : তিনি যাকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) ইচ্ছা 'হিকমাহ' দান করেন। আর যাকে 'হিকমাহ' দেওয়া হয় তাকে অতীব কল্যাণকর একটি বিষয় দেওয়া হয়।... ... ...

(সুরা বাকারা/২ : ২৬৯)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে হিকমাহ সম্পর্কে মহা গুরুত্বপূর্ণ ২টি বিষয় জানা যায়। বিষয় ২টি হলো—

১. হিকমাহ মানুষ পায় আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা অনুযায়ী। অর্থাৎ হিকমাহ পাওয়ার আল্লাহর তৈরি করে রাখা প্রোগ্রাম অনুযায়ী চেষ্টা-সাধনা করতে হবে।
২. হিকমাহ অতীব কল্যাণকর একটি বিষয়। আর এ কল্যাণের সবচেয়ে বড়োটি হলো— কুরআন ও সুন্নাহ সহজে বুঝতে পারা।

তথ্য-২

... ... وَّاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهٖ ... ...

অনুবাদ : ... ... আর স্মরণ করো তোমাদেরকে দেওয়া আল্লাহর নিয়ামতসমূহ এবং তিনি তোমাদের প্রতি যে কিতাব ও হিকমাহ অবতীর্ণ করেছেন, যার মাধ্যমে তিনি তোমাদের উপদেশ (জ্ঞান/শিক্ষা) সরবরাহ করেন। ... ...

(সুরা বাকারা/২ : ২৩১)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায়– আল্লাহর কিতাব যেমন আল্লাহর কাছ থেকে নাযিল হয়েছে, তেমনিভাবে হিকামাহও আল্লাহর কাছ থেকে নাযিল হয়।

হিকমার আভিধানিক অর্থ : প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা, অন্তর্দৃষ্টি ইত্যাদি।

হিকমার সংজ্ঞা : কুরআন, সুন্নাহ, মানব শরীর বিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ, সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য কাহিনির শিক্ষার মাধ্যমে, জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense-এর উৎকর্ষিত অনুধাবন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বিচার-ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা।

হিকমার সংজ্ঞা সম্পর্কে মনীষীগণের বক্তব্য

ইব্‌ন যায়েদ (রা.)-এর মতে–

الحكمة شيئ يجعله الله في القلب ينور له به.

“হিকমত এমন একটা বস্তু, যা আল্লাহ্ তা‘আলা (মানুষের) অন্তরে স্থাপন করে দেন, যা দিয়ে তা আলোকময় হয়ে ওঠে।”[৯]

ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযী (রহ.) বলেন–

الحكمة إصابة الحق والعمل به، وهي العلم النافع والعمل الصالح.

“হিকমত হলো সত্যে উপনীত হওয়া এবং সে অনুসারে কাজ করা এবং এটি হলো উপকারী বিদ্যা ও নেক কাজ।”[১০]

৯. তাফসীরে তাবারী, খ. ১, পৃ. ৩৩২।

১০. মিফতাহু সাআদা, খ. ১, পৃ. ৫১।

হিকমাহ, প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা বা অন্তর্দৃষ্টিধারণকারী ব্যক্তির সংজ্ঞা : কুরআন, সুন্নাহ, মানব শরীর বিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ, সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য কাহিনির শিক্ষার মাধ্যমে, জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense-এর উৎকর্ষিত অনুধাবন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বিচার-ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তি।

উল্লিখিত তথ্যসমূহ থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়– 'হিকমাহ' নামক মহা কল্যাণকর বিষয়টি পেতে হলে ব্যক্তিকে শুধু কুরআন ও হাদীস জানলে চলবে না। মানব শরীর বিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ, সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য কাহিনিও জানতে হবে। রসুল (স.) কুরআন ও হাদীসের সাথে হিকমাহ শিক্ষা দিতেন বলেই ইসলামের স্বর্ণ যুগে মুসলিমরা ধর্ম, আচার-ব্যবহারসহ মানব শরীর বিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজনীতি, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি সকল দিকে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ ছিল।

তাই, হিকমার গুণ সম্বলিত মানুষ তৈরি করার জন্য বর্তমান মুসলিমদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। কারণ, বর্তমান মুসলিমদের সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় কুরআন, সুন্নাহ ও মানব শরীর বিজ্ঞান নেই বা তেমনভাবে নেই। আর ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় মানব শরীর বিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজনীতি, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি নেই বা তেমনভাবে নেই।

যে কোনো আদর্শ বিজয়ী করতে ও রাখতে হলে উল্লিখিত ৪ ধরনের কাজ করা যে পূর্বশর্ত, আশা করি সবাই এক বাক্যে তা স্বীকার করবেন। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে আল্লাহ্ ৩টি সুরার ৪টি আয়াতে কাজগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন।

বর্তমান ও ভবিষ্যত বিশ্বের মুসলিমদেরকে এ চারটি উপায়ে মুহাম্মাদ (স.)-কে অনুসরণ করার যোগ্য লোক (জনশক্তি) তৈরি করতে হবে। আর এ ৪টি কাজের মাধ্যমে মানুষ গঠনের সময় মুহাম্মাদ (স.)-কে প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য (কুরআনকে সকল জ্ঞানের নির্ভুল ও পরিপূর্ণ উৎস এবং মানদণ্ড হিসেবে বিশ্বাস ও মান্য করে জন্মগতভাবে জানা সকল ন্যায় কাজ বাস্তবায়ন ও অন্যায় কাজ প্রতিরোধ করে মানুষের কল্যাণ করার মাধ্যমে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা) সাধনকে সর্বোক্ষণ সামনে রাখতে হবে। তা রাখা না হলে এ কাজ সমূহের মাধ্যমে যে মানুষ তৈরি হবে তাদের মাধ্যমে ইসলামের লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হবে।

একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হবে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের রোগ নিরাময়ের চেষ্টা করা। আর মেডিকেল কলেজগুলোর কাজ হচ্ছে ঐ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে উপযুক্ত লোক অর্থাৎ চিকিৎসক তৈরি করা। এখন যদি কোনো মেডিকেল কলেজ ঐ উদ্দেশ্যকে সামনে না রেখে চিকিৎসক তৈরি করে তবে সেখান থেকে যে চিকিৎসক তৈরি হবে মানুষের রোগ নিরাময় করা তাদের উদ্দেশ্য হবে না। তাই তারা যখন চিকিৎসা করবে তখন তাদের মাধ্যমে মানুষের রোগ নিরাময় তো হবেই না, বরং যা হবে তা হলো–

১. চিকিৎসা বিজ্ঞানের সুফল মানুষ পাবে না।
২. চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতি মানুষের বিশ্বাস দুর্বল হয়ে যাবে। এমনকি মানুষ চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে যাবে।
৩. যেহেতু ঐ চিকিৎসকরা নামে চিকিৎসক, তাই মানুষ তাদের কথা চিকিৎসা বিজ্ঞানের কথা হিসেবে সহজে গ্রহণ করবে এবং প্রতারিত হবে।

তাই, মুহাম্মাদ (স.)-কে পাঠানোর মূল উদ্দেশ্যকে সামনে না রেখে মানুষ তৈরি করলে যেটি ঘটবে তা হলো–

১. তারা এবং যারা তাদের অনুসরণ করবে তারাও ইসলামের সুফল পাবে না।
২. ইসলামের প্রতি মানুষের বিশ্বাস দুর্বল হয়ে যাবে।
৩. চেহারা, বেশভূষা ও কথাবার্তায় তাদের ইসলামী ব্যক্তিত্ব বলে মনে হবে, তাই তাদের কথা মানুষ সহজে ইসলামের কথা বলে গ্রহণ করবে এবং পরিণামে প্রতারিত হবে।

বর্তমানে বিশ্বে যারা রসূল মুহাম্মাদ (স.)-কে দুনিয়ায় পাঠানোর আল্লাহর উদ্দেশ্যকে সামনে না রেখে রসূল (স.)-কে অনুসরণ করছেন, তাদের মাধ্যমে ইসলামের উপরোক্ত ৩টা ক্ষতি হচ্ছে। তারা সেটি বুঝতে না পারলেও সাধারণ মুসলমানদের অবস্থা দেখে তা সহজে বুঝা যায়।

মুহাম্মাদ (স.)-কে অনুসরণ করামূলক কাজটি কবুল হওয়ার জন্য সার্বিকভাবে যে শর্তসমূহ পূরণ করতে হবে

কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense অনুযায়ী যে কোনো আমল (কাজ) কবুল হওয়ার শর্তসমূহ হলো−

১. আমলটি করার সময় আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সর্বোক্ষণ সামনে রাখা।
২. আমলটির ব্যাপারে আল্লাহর বলে দেওয়া উদ্দেশ্য জানা এবং আমলটি করার মাধ্যমে ঐ উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে বা হবে কি না তা সবসময় খেয়াল রাখা।
৩. আল্লাহর জানিয়ে দেওয়া পাথেয়কে আমলটির উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম হিসেবে পালন করা।
৪. আল্লাহ তা'য়ালা বা রসূল (স.)-এর জানিয়ে দেওয়া পদ্ধতি অনুযায়ী আমলটি করা।
৫. আমলটি আনুষ্ঠানিক হলে− প্রতিটি অনুষ্ঠান থেকে আল্লাহর দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো নেওয়া।
৬. আমলটি আনুষ্ঠানিক হলে− অনুষ্ঠান থেকে নেওয়া শিক্ষাগুলো বাস্তবে প্রয়োগ করা।
৭. আমলটি ব্যাপক হলে− আল্লাহর জানিয়ে দেওয়া মৌলিক বিষয়ের একটিও বাদ না দেওয়া।
৮. আমলটি ব্যাপক হলে− গুরুত্ব অনুযায়ী কর্মকাণ্ডটির বিষয়গুলো পালন করা।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে− **'আ'মল কবুলের শর্তসমূহ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য'** (গবেষণা সিরিজ-৫) নামক বইটিতে।

মুহাম্মাদ (স.)-কে অনুসরণ করা একটি ব্যাপক কর্মকাণ্ড। এ কর্মকাণ্ডের মধ্যে আনুষ্ঠানিক কাজও আছে। তাই মুহাম্মাদ (স.)-কে অনুসরণ করামূলক কাজটি কবুল হওয়ার জন্য সার্বিকভাবে যে শর্তসমূহ পূরণ করতে হবে তা হলো নিম্নের ৮টি−

১. মুহাম্মাদ (স.)-কে অনুসরণ করার সময় আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সর্বোক্ষণ সামনে রাখা।

২. মুহাম্মাদ (স.)-কে অনুসরণ করার সময় তাঁকে দুনিয়ায় প্রেরণ করার উদ্দেশ্যটি জানতে হবে এবং অনুসরণ করার সময় ঐ উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে বা হবে কি না তা সবসময় খেয়াল রাখা।
৩. আল্লাহর জানিয়ে দেওয়া পাথেয়কে (উদ্দেশ্য বিভাগের কাজ ছাড়া অন্য সকল কাজ) মুহাম্মাদ (স.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম হিসেবে পালন করা।
৪. আল্লাহ তা'য়ালা বা রসূল (স.)-এর জানিয়ে দেওয়া পদ্ধতি অনুযায়ী মুহাম্মাদ (স.)-কে অনুসরণের আমলটি পালন করা।
৫. মুহাম্মাদ (স.)-কে অনুসরণের আমলগুলোর মধ্যে থাকা আনুষ্ঠানিক কাজগুলোর অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো মনে-প্রাণে গ্রহণ করা।
৬. মুহাম্মাদ (স.)-কে অনুসরণের আমলগুলোর মধ্যে থাকা আনুষ্ঠানিক কাজগুলোর অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে নেওয়া শিক্ষাগুলো বাস্তবে প্রয়োগ করা।
৭. মুহাম্মাদ (স.)-কে অনুসরণের আমলগুলোর মধ্যে থাকা মৌলিক কাজের একটিও বাদ দেওয়া যাবে না।
৮. মুহাম্মাদ (স.)-কে অনুসরণের আমলগুলোর মধ্যে থাকা মৌলিক কাজগুলো গুরুত্ব অনুযায়ী আগে বা পরে পালন করা।

বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের মুহাম্মাদ (স.)-কে অনুসরণের কাজটি বাস্তবে দেখলে তাদের কয়জনের তা কবুল হচ্ছে তা বোঝা মোটেই কঠিন বিষয় নয়।

শেষ কথা

পুস্তিকার তথ্যগুলো জানার পর আমার মনে হয়– কুরআন ও সুন্নাহ বিশ্বাস করে এবং Common sense জাগ্রত থাকা কোনো মুসলিমের মনে এ ব্যাপারে সন্দেহ থাকা উচিত নয় যে, রসূল মুহাম্মাদ (স.)-কে প্রেরণের পেছনে চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হলো– মানুষের জীবনের প্রতিটি দিকে ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার আদেশ, নিষেধ, উপদেশ ও শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠা বা বিজয়ী করা। ইসলাম বিজয়ী না থাকলে এটি হওয়া সম্ভব নয়। অন্যদিকে রসূল মুহাম্মাদ (স.)-কে তথা সুন্নাহর সঠিকভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে কি না তা বোঝার মাপকাঠি হলো 'প্রতিরোধ'।

সবশেষে আসুন আমরা সবাই কায়মনোবাক্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন আমাদের রসূল মুহাম্মাদ (স.)-কে প্রেরণের সঠিক উদ্দেশ্যটিকে সামনে রেখে তাঁকে সঠিকভাবে অনুসরণ করার তৌফিক দান করেন।

মানুষ হিসেবে কেউই ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। আমার লেখায় কোনো প্রকার ভুল ধরা পড়লে গঠনমূলকভাবে শুধরিয়ে দেওয়া সকলের ঈমানী দায়িত্ব। সঠিক হলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা আমাদের দায়িত্ব। সকলের কাছে দুআ চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ।

সমাপ্ত

লেখকের বইসমূহ

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
২. মুহাম্মাদ (স.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বোঝার মাপকাঠি
৩. সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মু'মিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. মু'মিনের আমল কবুলের শর্ত প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৬. ইসলামী জীবন বিধানে Common Sense এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?
৮. আমলের গুরুত্বভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ও তালিকা জানার সহজতম উপায়
৯. কুরআনের সাথে ওজু-গোসলের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
১০. আল কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর, না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি এবং কেন?
১২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common Sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. ঈমান থাকলে (একদিন না একদিন) জান্নাত পাওয়া যাবে বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা
১৬. শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্য কুফরী বা শিরক নয় কি?
২২. গুনাহ সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র

২৩. অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে কি না?
২৪. আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলোর প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিক্‌র প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৬. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড়ো গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালা
৩০. যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানবতার মূলশিক্ষায় ভুল ঢোকানো হয়েছে
৩১. 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) হওয়া আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?
৩২. আল কুরআনের অর্থ (তরজমা) বা ব্যাখ্যা (তাফসীর) পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের নীতিমালা
৩৩. প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থের সংস্করণ বের করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কি?
৩৪. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে ব্যাকরণ, অনুবাদ, উদাহরণ, আকল ও সাধনার গুরুত্ব
৩৫. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির একমাত্র হজ্জের ভাষণ যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও শিক্ষা
৩৬. মানব শরীরে 'ক্বলব'-এর অবস্থান প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৭. তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৮. ইবলিস ও তার দোসরদের ষড়যন্ত্রের কবলে জ্ঞানের ইসলামী উৎস ও নীতিমালা
৩৯. আসমানী গ্রন্থে উপস্থিত মানবতাবিরোধী গভীর ষড়যন্ত্রের তথ্যধারণকারী জীবন্তিকা
৪০. আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা পাওয়ার পদ্ধতি
৪১. তাকওয়া ও মুত্তাকী প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৪২. জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা

১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (আরবি-বাংলা)
২. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ (শুধু বাংলা)
৩. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড
৪. শতবার্তা (পকেট কণিকা : আমাদের গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ)
৫. আল-কুরআনে বহুল ব্যবহৃত ২০০ শব্দের সংক্ষিপ্ত অভিধান
৬. কুরআনিক আরবী গ্রামার, ১ম খণ্ড
৭. সাধারণ কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা

প্রাপ্তিস্থান

➢ **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**
ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এ্যান্ড জেনারেল হাসপাতাল কমপ্লেক্স (৮ম তলা)
১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি, মগবাজার, ঢাকা।
ফোন : ৯৩৪১১৫০, ০১৯৭৯৪৭৪৬১৭

➢ **অনলাইনে অর্ডার করতে : www.shop.qrfbd.org**

➢ **দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল**
৯৩৭, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা।
ফোন : ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫

এছাড়াও নিম্নোক্ত লাইব্রেরিগুলোতে পাওয়া যায়–

❖ **ঢাকা**

➢ **আহসান পাবলিকেশন্স**, কাটাবন মোড়, শাহবাগ, ঢাকা,
মোবাইল : ০১৬৭৪৯১৬৬২৬

➢ **বিচিত্রা বুকস এ্যান্ড স্টেশনারি**, ৮৭, বিএনএস সেন্টার (নিচ তলা),
সেক্টর-৭, উত্তরা, ঢাকা, মোবা : ০১৮১৩৩১৫৯০৫, ০১৮১৯১৪১৭৯৮

➢ **প্রফেসর'স বুক কর্ণার**, ওয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭,
মোবা : ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪

- **সানজানা লাইব্রেরী**, ১৫/৪, ব্লক-সি, তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, মোবা : ০১৮২৯৯৯৩৫১২
- **আইডিয়াল বুক সার্ভিস**, সেনপাড়া (পর্বতা টওয়ারের পাশে), মিরপুর-১০, ঢাকা, মোবা : ০১৭১১২৬২৫৯৬
- **আল ফারুক লাইব্রেরী**, হযরত আলী মার্কেট, টঙ্গী বাজার, টঙ্গী, মোবা : ০১৭২৩২৩৩৩৪৩
- **মিল্লাত লাইব্রেরী**, তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসা গেইট, গাজীপুর মোবাইল : ০১৬২৫৯৪১৭১২, ০১৮৩০৪৮৭২৭৬
- **বায়োজিদ অপটিক্যাল এন্ড লাইব্রেরী**, ডি.আই.টি মসজিদ মার্কেট, নারায়ণগঞ্জ, মোবা : ০১৯১৫০১৯০৫৬
- **আহসান পাবলিকেশন্স**, কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, মোবা : ০১৭২৮১১২২০০
- **মমিন লাইব্রেরী**, ব্যাংক কোলনী, সাভার, ঢাকা, ০১৯৮১৪৬৮০৫৩
- Good World **লাইব্রেরী**, ৪০৭/এ খিলগাঁও চৌরাস্তা, ঢাকা-১২১৯ মোবাইল : ০১৮৪৫১৬৩৮৭৫
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী**, স্টেশন রোড, নরসিংদী, মোবাইল : ০১৯১৩১৮৮৯০২
- **প্রফেসর'স পাবলিকেশন'স**, কম্পিউটার মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা মোবাইল : ০১৭১১১৮৫৮৬
- **কাটাবন বইঘর**, কাটাবন মোড় , মসজিদ মার্কেট, শাহাবাগ, ঢাকা মোবাইল : ০১৭১১৫৮৩৪৩১
- **আল-মারুফ পাবলিকেশন্স**, মসজিদ মার্কেট ,কাটাবন মোড়, শাহবাগ, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭৫৭৫৩৮৬০৩, ০১৯৭১৮১৪১৬৪
- **আজমাইন পাবলিকেশন্স**, মসজিদ মার্কেট ,কাটাবন মোড়, শাহবাগ, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭৫০০৩৬৭৯৩
- **আল-মদীনা লাইব্রেরী**, ইসলামীয়া র্মাকেট, নীলক্ষেত, ঢাকা। মোবাইল : ০১৫৩৭১৬১৬৮৫
- **দিশারী বুক হাউস**, ইসলামীয়া র্মাকেট, নীলক্ষেত, ঢাকা। মোবাইল : ০১৮২২১৫৮৪৪০
- **আল-ফাতাহ লাইব্রেরী**, ইসলামীয়া র্মাকেট, নীলক্ষেত, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭৮৯৫২০৪৮৪
- **আলম বুকস**, শাহ জালাল র্মাকেট, নীলক্ষেত, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭৬০৬৮৪৪৭৬

- **কলরব প্রকাশনী**, ৩৪, উত্তরবুক হল রোড, ২য় তলা, বাংলা বাজার, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭৫০০৩৬৭৯২
- **ফাইভ স্টার লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী**, ৩১৪ মীর হাজিরবাগ, মিল্লাত মাদ্রাসা গেট, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭১২০৪২৩৮০
- **আহসান পাবলিকেশন্স,** ওয়ারলেছ মোড়, বড়ো মগবাজার, ঢাকা। মোবাইল : ০১৮৬৬৬৭৯১১০
- **বি এম এমদাদিয়া লাইব্রেরী,** পূর্ব গেইট, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা। মোবাইল : ০১৯১২৬৪১৫৬২
- **দারুত তাজকিয়া,** পূর্ব গেইট, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা। মোবাইল : ০১৫৩১২০৩১২৮, ০১৭১২৬০৪০৭০
- **মাকতাবাতুল আইমান,** পূর্ব গেইট, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা। মোবাইল : ০১৯১৮৮৫৫৬৯৭
- **আস-সাইদ পাবলিকেশন**, পূর্ব গেইট, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা। মোবাইল : ০১৮৭৯৬৩৭৬০৫

❖ চট্টগ্রাম

- **আজাদ বুকস্,** ১৯, শাহী জামে মসজিদ, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম মোবা : ০১৮১৭৭০৮৩০২, ০১৮২২৩৪৮৩৩
- **ফয়েজ বুকস**, শাহী জামে মসজিদ, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম মোবা : ০১৮১৪৪৬৬৭৭২
- **আমিন বুকস সোসাইটি,** শাহী জামে মসজিদ, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম মোবা : ০১৯১৯২২৪৭৭৮
- **নোয়া ফার্মা,** নোয়াখালী, মোবাইল : ০১৭১৬২৬৭২২৪
- **ভাই ভাই লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী,** স্টেশন রোড, চৌমুহনী, নোয়াখালী, মোবাইল : ০১৮১৮১৭৭৩১৮
- **আদর্শ লাইবেরী এডুকেশন মিডিয়া,** মিজান রোড, ফেনী মোবাইল : ০১৮১৯৬০৭১৭০
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** ইসলামিয়া মার্কেট, লাকসাম, কুমিল্লা, মোবাইল : ০১৭২০৫৭৯৩৭৪
- **আদর্শ লাইব্রেরী,** দেবিদ্বার, কুমিল্লা, মোবাইল : ০১৮৬২৬৭২০৭০
- **ফয়জিয়া লাইব্রেরী**, সেকান্দর ম্যানশন, মোঘলটুলি, কুমিল্লা, মোবাইল : ০১৭১৫৯৮৮৯০৯
- **মোহাম্মাদিয়া লাইব্রেরী,** নতুন বাজার, চাঁদপুর, মোবা : ০১৮১৩৫১১১৯৪

❖ রাজশাহী

- ইসলামিয়া লাইব্রেরী, সাহেব বাজার, রাজশাহী
  মোবা : ০১৫৫৪-৪৮৩১৯৩, ০১৭১৫-০৯৪০৭৭
- **আদর্শ লাইব্রেরী,** বড়ো মসজিদ লেন, বগুড়া,
  মোবা : ০১৭১৮-৪০৮২৬৯
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** কমেলা সুপার মার্কেট, আলাইপুর, নাটোর
  মোবাইল ০১৯২-৬১৭৫২৯৭
- **আল বারাকাহ লাইব্রেরী,** বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ, ০১৭৯৩-২০৩৬৫২

❖ খুলনা

- **তাজ লাইব্রেরী,** হেলাতলা মসজিদ মার্কেট, খুলনা। ০১৭২৪-৮৪৩২৮৩
- **ছালেহিয়া লাইব্রেরী,** হেলাতলা মসজিদ মার্কেট, খুলনা,
  মোবাইল : ০১৭১১২১৭২৮৮
- **হেলাল বুক ডিপো,** ভৈরব চত্বর, দড়াটানা, যশোর। ০১৭১১-৩২৪৭৮২
- **এটসেটেরা বুক ব্যাংক,** মাওলানা ভাষানী সড়ক, ঝিনাইদহ।
  মোবাইল : ০১৯১৬-৪৯৮৪৯৯
- **আরাফাত লাইব্রেরী,** মিশন স্কুলের সামনে, কুষ্টিয়া, ০১৭১২-০৬৩২১৮
- **আশরাফিয়া লাইব্রেরী,** এম. আর. রোড, সরকারী বালিকা বিদ্যালয় গেট,
  মাগুরা। মোবাইল : ০১৯১১৬০৫২১৪

❖ সিলেট

- **সুলতানিয়া লাইব্রেরী,** টাউন হল রোড, হবিগঞ্জ, ০১৭৮০৮৩১২০৯
- **পাঞ্জেরী লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী,** ৭৭/৭৮ পৌর মার্কেট, সুনামগঞ্জ
  মোবাইল : ০১৭২৫৭২৭০৭৮
- **কুদরতিয়া লাইব্রেরী,** সিলেট রোড, সিরাজ শপিং সেন্টার,
  মৌলভীবাজার, মোবাইল : ০১৭১৬৭৪৯৮০০
- **বই ঘর,** মৌলভীবাজার, মোবাইল : ০১৭১৩৮৬৪২০৮

ব্যক্তিগত নোট

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... .

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...